ন্যাজ্যারীণের অত্যাবশ্যকীয়

আমরা এবং আমাদের বিশ্বাস

The Church of the Nazarene

Sponsored
General Superintendent
The Church of the Nazarene

সূচিপত্র

ন্যাজ্যারীণের অপরিহার্য বিষয়সমূহে স্বাগত
আমাদের ওয়েসলীয়–পবিত্রতার উত্তরাধিকার
আমাদের বিশ্বব্যাপী মণ্ডলী
আমাদের প্রকৃত মূল্যবোধসমূহ
আমাদের পৈরিতিক কাজ (মিশন)
আমাদের ন্যাজ্যারীণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
আমাদের ওয়েসলীয় ঈশতত্ত্ব
আমাদের গভীর বিশ্বাসের তত্ত্ব
আমাদের মণ্ডলীর স্থাপত্য-বিজ্ঞান
আমাদের শাসন প্রণালী
মণ্ডলী: স্থানীয়, জেলা এবং সাধারণ
এক সুসংবদ্ধ মণ্ডলী

ঈশ্বরের মণ্ডলী পৃথিবী ও স্বর্গে
তাঁর সর্বোচ্চ আকারে এর জমায়েত,
শিক্ষা এবং সংযুক্ত আরাধনা আছে,
কিন্ত এই সমস্তই একজন ব্যক্তিকে
তাঁর পুত্রের সাদৃশ্যে পরিণত হতে
সাহায্য করে।

-ফিনিয়াস এফ্. ব্রিজী

চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের প্রথম জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট

ন্যাজ্যারীণের অপরিহার্য বিষয়সমূহে স্বাগত

আত্মিক নেতাদের এক নতুন প্রজন্ম এবং এক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশ্বাসীদের দল অনুরোধ করেছে যে সরল ভাষায়- মণ্ডলীর শিক্ষা, ইতিহাস, ঈশ্বতত্ত্ব, মিশন, তহবিল এবং যোগাযোগসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে এবং সহজ প্রাপ্য মুদ্রিত পুস্তকাকারে যেন পাওয়া যায়।

ন্যাজ্যারীণের অপরিহার্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করে ওয়েসলীয়-আর্মেনীয় ঐতিহ্যে চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ এক বিশ্বব্যাপী পবিত্রতা ও মহৎকর্মভার আন্দোলন হিসেবে বর্তমানে বিদ্যমান।

পালক ও সাধারণ সদস্যদের জন্য ন্যজ্যারীণের পরিহার্য বিষয়সমূহ (Nazarene Essentials) শাস্ত্রসম্মত পবিত্রতা ও সমস্ত জাতিকে খ্রীষ্টের মত শিষ্য করে তোলার মিশন ছড়িয়ে দেওয়ার মণ্ডলীর উদ্দেশ্য উত্তরূপে বুঝবার এক উপায় প্রদান করে।

ন্যজ্যারীণের অপরিহার্য বিষয়সমূহ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। nazarene.org-র জেনারেল সুপারিনটেন্ডেন্ট অধীক্ষকের পৃষ্ঠায় যান অথবা সরাসরি www.nazarene.org/essentials-এ যান। এই সাইটে নানান ভাষায় ন্যাজ্যারীণের অপরিহার্য বিষয়সমূহের সাথে অতিরিক্ত তথ্যসামগ্রী খুঁজে পাবেন।

আপনি যখন ন্যাজ্যারীণের অপরিহার্য বিষয়সমূহ পড়েন, আপনি চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ ও তার বাধ্যতার সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের সুখবর পরিবেশনের অকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে তখন জানতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য: ন্যাজ্যারীণের অপরিহার্য বিষয়সমূহ হলো একটা ক্রোড়পত্র কিন্তু চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের সহায়িকা পুস্তকের বদলিস্বরূপ নয়, www.nazarene.org.

জন ওয়েসলী-১৭৩০-১৭৯১

মেথডিস্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা

আমাদের ওয়েসলীয়– পবিত্রতার

উত্তরাধিকার

চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ খ্রীষ্টের "এক, পবিত্র, সার্বজনীন (ক্যাথলিক) এবং প্রৈরিতিক" মন্ডলীর এক শাখা হওয়ার বিষয় নিজেই স্বীকার করে, যুগ যুগ ধরে ঈশ্বরের লোকদের দ্বারা এবং পুরাতন ও নতুন নিয়মে নথিভুক্ত ঈশ্বরের লোকদের ইতিহাসকে নিজের বলে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে, খ্রীষ্টের মণ্ডলীর যে কোন প্রকাশে (ভাবে) সেগুলি পাওয়া যায়। এই মন্ডলী এর নিজের বিশ্বাসের প্রকাশ হিসেবে প্রথম পাঁচ খ্রীষ্টীয় শতকের সার্বজনীন মাণ্ডলিক মতবাদ গ্রহণ করে।

ঈশ্বরের বাক্য প্রচার, পবিত্র সংস্কারগুলির আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, এক প্রৈরিতিক বিশ্বাস ও অনুশীলনের এক পরিচর্যা বজায়র রাখা এবং খ্রীষ্টের মত জীবনযাপন ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগের প্রতি বাইবেলভিত্তিক আহ্বানে মনোযোগী হতে এই মণ্ডলী সাধুদের যুক্ত করে, যা এই মণ্ডলী সামগ্র পৃথকীকরণের ঈশতত্ত্বের মাধ্যমে ঘোষণা করে।

আমাদের খ্রীষ্টীয় উত্তরাধিকার ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ পুনর্জাগরণ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ওয়েসলীয় উদ্দীপনার মাধ্যমে মধ্যস্থতা সাপেক্ষ হয়েছিল। জন্ ও চার্ল্স্ ওয়েসলীর প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং ওয়েলসের লোকেরা পাপ থেকে ফিরেছিল এবং খ্রীষ্টীয় পরিচর্যার জন্য শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল।

এই উদ্দীপনা সাধারণ বিশ্বাসীদের প্রচার, সাক্ষ্যদান, নিয়মশৃঙ্খলা, "সমাজ (Societies)" "ক্লাস" এবং "দল (bands)" বলে পরিচিত একাগ্র শিষ্যদের গোষ্ঠী দ্বারা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল। ওয়েসলীয় উদ্দীপনার ঈশতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত: বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহে ধার্মিক গণ্য হওয়া, পবিত্রীকৃত পৃথকীকরণ, অথবা খ্রীষ্টীয় শুদ্ধতা, বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা একইরকম; এবং অনুগ্রহের নিশ্চয়তায় ঈশ্বরের আত্মার সাক্ষ্য।

জন্ ওয়েসলীর স্বতন্ত্র অবদানগুলির খ্রীষ্টীয় জীবনের জন্য ঈশ্বরের দানশীল যোগানস্বরূপ সমগ্র পৃথকীকরণের ওপর গুরুত্বকে যুক্ত করেছে। তাঁর গুরুত্বগুলি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তর আমেরিকায়, মেথিডিস্ট এপিসকোপাল চার্চ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল "মহাদেশকে সংস্কার করতে, এবং এই দেশগুলিতে শাস্ত্রসম্মত পবিত্রতা ছড়িয়ে দিতে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাবে খ্রীষ্টীয় পবিত্রতার ওপর এক নতুন প্রকার গুরুত্ব বেড়ে উঠেছিল। ম্যাসাচুসেট-এর বস্টনে তিমথি মেরিট গাইড টু ক্রিশ্চান পারফেক্শন-এর সম্পাদক হিসেবে আগ্রহ দেখাতে প্রণোদিত হয়েছিলেন। নিউ ইয়র্ক শহরের ফোবি পামার পবিত্রার প্রসারের জন্য মঙ্গলবারের সভা পরিচালনা করতেন এবং বক্তা, লেখক ও সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জার্সির ভাইনল্যাণ্ডে মেথডিস্ট প্রচারকবৃন্দ, জে.এ.উড, জন ইন্স্কিপ ও অন্যান্যরা এক দীর্ঘ, ধারাবাহিক পবিত্রতার শিবির সভার জন্য প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন যা সারা জগতে ওয়েসলীয় অনুসন্ধানকে নবায়িত করেছে।

ওয়সলীয় মেথডিস্ট, ফ্রি মেথডিস্ট, স্যালভেশন আর্মি এবং বিশেষ কিছু মেনোনাইট, ব্রেদ্রেন, কোয়েকারদের দ্বারা খ্রীষ্টীয় পবিত্রতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সুসমাচার প্রচারকরা এই আন্দোলন জার্মানি, সংযুক্ত রাজ্য, স্ক্যানডিনাভিয়া, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায় বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। চার্চ অব গড সহ (অ্যাণ্ডারসন, ইণ্ডিয়ানা) নতুন পবিত্রতার মণ্ডলীর উত্তরণ ঘটেছিল। এই প্রচেষ্টা থেকেই পবিত্রতার মণ্ডলীসমূহ, শহরে পরিষেবা, মিশনারী

সমিতিগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে । এক পবিত্রতার মণ্ডলীতে এদের অনেককেই ঐক্যবদ্ধ করা অনুপ্রেরণা লাভ করার মাধ্যমে চার্চ অব্য দ্যা ন্যাজ্যারীণের জন্ম হয়েছে।

পবিত্রতার ঐক্য

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেড হিলারি পিপল্‌স্ ইভানজেলিক্যাল চার্চ (প্রভিডেন্স্, রোড আইল্যাণ্ড) গঠন করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মিশন চার্চ (লিন, ম্যাসাচুসেট্‌স) গঠিত হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তারা এবং আরও আটটি নিউ ইংল্যাণ্ড উপাসকমণ্ডলী যৌথভাবে সেন্ট্রাল ইভানজেলিক্যাল হোলিনেস এ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে, অ্যানা এস. হ্যান্‌সকাম্ অভিষিক্ত হন, যিনি ছিলেন ন্যাজ্যারীণের কুলে প্রথম অভিষিক্ত মহিলা সেবিকা (পালক)।

১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, উইলিয়াম হাওয়ার্ড হূপ্‌ল নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে তিনটি হোলিনেস্ উপাসাকমণ্ডলী গঠন করেন, যা এ্যাসেসিয়েশন অব পেন্টিকস্টাল চার্চ অব আমেরিকা গঠন করেছিল এঁদের কাছে এবং অন্যান্য ন্যাজ্যারীণ প্রতিষ্ঠাতাদাতের কাছে "পেন্টিকস্টাল" শব্দটি চিল "হোলিনেস" শব্দের সাার্থবোধক শব্দ। হিলারি এবং হুপ্‌লের দলগুলি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক হয়ে গিয়ে ভারত (১৮৯৯) এবং কেপভারদে-তে (১৯০১) কাজ স্থাপন করেন। মিশনের কার্যাধ্যক্ষ হিরম রেনল্ডস কানাডায় একাধিক উপাসকমণ্ডলী (১৯০২) গঠন করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দলটি নোভা স্কটিয়া থেকে আইওয়ায় পৌঁছায়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টব্দে রবার্ট লী নিউ টেস্টামেস্ট চার্চ অব কাইস্ট (মিলান, টেনেসী) স্থাপন করেন। তাঁর বিধবা স্ত্রী, মেরী লী কেগ্ন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম টেক্সাসের মধ্যে এর বিস্তার করেন। সি.বি. জারনিগম ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্বাধীন হোলিনেস চার্চ (ভ্যান অলস্টাইন, টেক্সাস) গঠন করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, এটি বিস্তার লাভ করে জর্জিয়া থেকে নিউ মেক্সিকোয়, অস্পৃশ্য ও অভাবীদের পরিচর্যা করতে, অনাথ ও অবিবাহিত মায়েদের সাহায্য করতে এবং ভারত ও জাপানের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছিল। ফিনি এস এফ ব্রিজি এবং যোষেফ পি. উইডনি আরও একশোজনকে নিয়ে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লস্ এঞ্জেলসে চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ গঠন করেছিলেন। তাদের মত ছিল বিশ্বাসে পবিত্রীকৃত খ্রীষ্টীয়ানদের উচিত খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা এবং গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা। তারা বিশ্বাস করতেন লোকদের পরিত্রাণ ও অভাবীদের ত্রাণসাহায্যের জন্য খ্রীষ্টের মত পরিচর্যাকারী দলগুলোকে তাদের সময় ও অর্থ দেওয়া উচিত। চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ইলিনইসে কয়েকটি উপাসকমণ্ডলীসহ মূলত পশ্চিম উপকূলে ছড়িয়ে গিয়েছে। তারা ভারতের কলকাতা শহরে এক স্বশাসিত মিশনকে সাহায্য করেছে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে, এ্যাসোসিয়েশন অব পেন্টিকস্টাল চার্চের অব আমেরিকা এবং চার্চ দ্যা ন্যাজ্যারীণ যৌথভাবে এক মণ্ডলী প্রশাসনের রূপ দেওয়ার জন্য ইলিনইসের শিকাগোতে আয়োজন করেছিল উপাসক-মণ্ডলীগুলোর অধিকার গুলোর তত্ত্বাবধানে সামঞ্জস্য আনার জন্য। তত্ত্বাবধায়কদের দায়িত্ব ছিল প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলির লালন-পালন ও যত্ন নেওয়া, নতুন মণ্ডলীগুলি গঠন করা ও সেগুলোকে উৎসাহ দেওয়া, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ সংগঠিত মণ্ডলীর নিজস্ব স্বাধীন কার্জকর্মে নাক গলানো নয়। হোলিনেস চার্চ অব ক্রাইস্টের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছিলেন। প্রথম জেনারেল অ্যাসেম্বলী উভয় সংস্থা থেকেই একটি নাম গৃহীত হয়েছিল : পেন্টিকস্টাল চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ। ব্রিজি ও রেনল্ড্স জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, এইচ.জি. ট্রাবৌরের অধীনে হোলিনেস ক্রিশ্চিয়ান চার্চের পেনসিলভানিয়া কনফারেন্স পেন্টিকস্টাল ন্যাজ্যারীণের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৩ই অক্টোবর, দুই মণ্ডলীকে যুক্ত করতে টেক্সাসের পাইলট পয়েন্টে, দ্য সেকেণ্ড জেনারেল অ্যাসেম্বলী হোলিনেস চার্চ অব ক্রাইস্টের জেনারেল কাউন্সিলের সঙ্গে এই সভার আহ্বায়ক ছিল।

টেনসীও পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে হোলিনেসের লোকদের একত্র করতে জে.ও. ম্যাক্লারকেনের নেতৃত্বে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাসভিলে পেন্টিকস্টাল মিশন গঠিত হয়। তারা কিউবা, গুয়াতেমালা, মেক্সিকো এবং ভারতে পালক ও শিক্ষকদের পাঠিয়েছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় পবিত্রতা বিষয়ক ওয়েসলীয় মতবাদ প্রচার করার জন্য স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের পার্কহেড্ কন্গ্রিগেশনাল চার্চ থেকে জর্জ শার্পকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পার্কহেড পেন্টিকস্টাল চার্চ গঠিত হয়েছিল, অন্যান্য উপসাকমণ্ডলী সংগঠিত হয়েছিল এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পেন্টিকস্টাল চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড স্থাপিত হয়েছিল। দ্য পেন্টিকস্টাল মিশন এবং পেন্টিকস্টাল চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পেন্টিকস্টাল ন্যাজ্যারীণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

পঞ্চম জেনারেল অ্যাসম্বলী (১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে) এই খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠীর সরকারী আনুষ্ঠানিক নাম পরিবর্তন করে চার্চ অব্ দ্যা ন্যাজ্যারীণ করে। "পেন্টিকস্টাল" শব্দটা পবিত্রতা বিষয়ক মতবাদের প্রতিশব্দ হিসাবে আর রাখা হল না যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ছিল যখন প্রতিষ্ঠাতারা প্রকতৃই মণ্ডলীর নাম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই তরুণ খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠী তার পূর্ণ পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচারের প্রকৃত সেবাব্রতে বিশ্বস্ত থেকেছে।

আমাদের বিশ্বব্যাপী মণ্ডলী

দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের অপরিহার্য চরিত্র গঠিত হয়েছিল মূল মণ্ডলীগুলির দ্বারা যারা ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই চরিত্রে এক আন্তর্জাতিক মাত্রা ছিল। এই গোষ্ঠী ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, কেপ ভার্দে, কিউবা, কানাডা, মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, জাপান, আর্জেন্টিনা, ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র, সোয়াজিল্যাণ্ড, চীন এবং পেরুতে অবস্থিত সম্পূর্ণ সংগঠিত মণ্ডলীগুলিকে সাহায্য করেছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, এটি দক্ষিণ আফ্রিকা, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মোজাম্বিক, বার্বাডোজ এবং ত্রিনিদাদেও পৌঁছেছিল। জাতীয় নেতারা এই কাজে অপরিহার্য ছিলেন, যথা- জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভি.জি. সানটিন (মেক্সিকো), হিরোশি কিতাগুয়া (জাপান) এবং স্যামুলে ভুজবল (ভারত), এই আন্তর্জাতিক চরিত্রটি নতুন নতুন জায়গায় পৌঁছানোর দ্বারা পুনরায় শক্তিশালী হয়েছিল।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে, জে.জি. মরিসন লেম্যান্স হোলিনেস অ্যাসোসিয়েশনের বহু কর্মী এবং এক হাজারেরও বেশী সদস্যকে ডাকোটাস, মিনেসোটা, এবং মল্টানার মণ্ডলীর মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ.এ.ই. বার্গের অধীনে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ায় মণ্ডলীগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আলফ্রোডো ডেল রোশো ইতালীয় মণ্ডলীগুলিকে নেতৃত্ব দিয়ে এই খ্রীষ্টীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দ্যা হেফ্জিবাহ্ ফেইথ মিশনারী অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ এবং আইওয়ার তাবোরের কেন্দ্রটি ন্যাজ্যারীণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ডেভিড টমাস কর্তৃক ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত দ্যা ইন্টারন্যাশনাল হোলিনেস মিশন ডেভিড জোন্সের অধীনে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তার অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে, জে.বি. ম্যাকলগানের অধীনস্থ এই মিশনের ইংল্যাণ্ডের মণ্ডলীগুলি এবং আফ্রিকার কাজগুলি ন্যাজ্যারীণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মেনার্ড জেম্স ও জ্যাক ফোর্ড ব্রিটেনে ক্যালভেরী হোলিনেস চার্চ গঠন করেছিলেন এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাজ্যারীণের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার অন্টারিও-তে ফ্রাঙ্ক গফ কতৃক গঠিত গসপেল ওয়ার্কার্স চার্চ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৯৪০-এর দশকে নাইজেরীয়রা একটি স্থানীয় চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ গঠন করে জেরেমিয়া ইউ. ইকাইডেম- এর অধীনে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই বিভিন্ন প্রকার নতুন নতুন জায়গায় পৌঁছানো চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের আন্তর্জাতিক চরিত্রকে শক্তিশালী করেছিল।

এমনসব অগ্রগতির আলোকে, ন্যাজ্যারীণরা সচেতনভাবে মণ্ডলীর এক উদাহরণ গড়েছিল যা প্রোটেস্টান্ট আদর্শের থেকে আলাদা। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ আকার পরীক্ষা করতে একটি সমীক্ষা কমিশনের উত্থান ঘটেছিল। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিবরণ পেশ করতে গিয়ে, সুপারিশ করেছিল যে জেনারেল অ্যাসেম্বলী স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে দুটি নীতির ভিত্তিতে এক আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে।

প্রথমত, এই সংগঠন স্বীকৃতি দিয়েছে ন্যাজ্যারীণ মণ্ডলীগুলিও ও প্রান্তিক অঞ্চলগুলি বিশ্বব্যাপী এক "বিশ্বাসীবর্গের বিশ্বব্যাপী (সার্বজনীন) সহভাগিতা স্থাপন করেছে যাতে তাদের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা বর্তমান।" দ্বিতীয়ত. এই সংগঠন "চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের স্বাতন্ত্র্যনির্দেশক মিশন," যথা "শাস্ত্র সঙ্গত পবিত্রতা বিস্তার করতে...অমীমাংসিত বিষয়গুলির মূল অংশের মূল উপাদানের প্রতি এক সাধারণ অঙ্গীকারকে সনাক্ত করেছে যা ন্যাজ্যারীণ পরিচিতিকে উপস্থাপন করে।"

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের জেনারেল অ্যাসেম্বলী বিশ্বাসীসূত্রের ওপর আস্থা রেখে "আন্তর্জাতিক ঈশ্বতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে অনুরোদন করেছে, সমস্ত পরিচর্যাকারীর জন্য ঈশ্বতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের গুরুত্বকে অনুমোদন করেছে, এবং প্রতিটি বিশ্ব অঞ্চলে ঈশতাত্ত্বিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছে। এক একক সংযোগকারী মূল কাঠামোর মধ্যে এক আন্তর্জাতিক পবিত্রতার সমাজ হিসেবে পরিপক্কতার প্রতি ন্যাজ্যারীণদের এই অ্যাসেম্বলী আহ্বান জানায় যাতে উপনিবেশিক মানসিকতা যা "সবল ও দুর্বল, দাতা ও গ্রহীতা"র নির্দিষ্ট ভাষায় লোকদের ও জাতিবর্গকে মূল্যায়ন করেছে "একজনকে দান করে যা জগৎকে সম্পূর্ণ এক নতুন উপায়ে দেখা নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়াই স্বীকার করে নেয় : একজন সকল অংশীদারদের বলশক্তি ও সমতাকে চিনতে পারে। প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণদের এক অনন্য বৃদ্ধির পদ্ধতি পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে। ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অর্ধেক ন্যাজ্যারীণের আর বাস করেনি, এবং ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে একচল্লিশ শতাংশ প্রতিনিধি বলেছে ইংরেজী তাদের দ্বিতীয় ভাষা এবং একদমই এই ভাষায় কথা বলেনি। কেপ ভারদের ইউজেনিও ডুয়ারতে, ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলীর অন্যতম সাধারণ অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক পরিচর্যার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশকসমূহ

ন্যাজ্যারীণের কৌশলগত পরিচর্যাগুলি সুসমাচার প্রচার, সামাজিক পরিচর্যা এবং শিক্ষাকে ধরে ঐতিহাসিকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মিশ্র-সংস্কৃতিক মিশনারীবৃন্দ এবং হাজার হাজার পালকবৃন্দ ও সাধারণ কর্মীদের পারস্পরিক

সহযোগিতার মাধ্যমে তারা প্রবলভাবে বেড়ে ওঠে যারা তাদের নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মধ্যে ওয়েসলীয় নীতিগুলিকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

হিরম এফ. রেনল্ড্স ন্যাজ্যারীণ মিশ্র-সংস্কৃতির পরিচর্যাসমূহ স্থাপন ও বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচারাভিযানের এক গোষ্ঠীগত ধারণার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যসাধক ছিলেন। জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে এক গোষ্ঠীগত প্রধান্যে পরিচর্যাসমূহকে বৃদ্ধির কাজে তার অবিরত পক্ষসমর্থন (ওকালতি) সাহায্য করেছে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ পর্যন্ত, ন্যাজ্যারীণ মিশন্স্ ইন্টারন্যাশনাল (আসলে দ্যা ইউমেনস্ মিশনারী সোসাইটি) তহবিল বৃদ্ধি করেছে এবং সারা জগতে একাধিক উপাসকমণ্ডলীতে মিশনের শিক্ষার উন্নতিসাধন করেছে।

আদি ন্যাজ্যারীণরা ছিলেন সহানুভূতিশীল মানুষ এবং ভারতে দুর্ভিক্ষে ত্রাণ সাহায্যের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাক্ষী হয়েছিলেন, এবং অনাথ আশ্রম, অবিবাহিত বালিকা ও স্ত্রীলোকদের জন্য প্রসূতিসদন এবং মাদকাসক্ত ও গৃহহীনদের সেবা করার জন্য শহুরে পরিচর্যা কাজ স্থাপন করেছিলেন। ১৯২০-র দশকে, মণ্ডলীর সামাজিক পরিচর্য়ার প্রাধান্যগুলি ওষুধপত্রে পরিবর্তিত হওয়ায় চীন, সোয়াজিল্যাণ্ড এবং পরে ভারত, পাপুয়া নিউ গিনিতে একাধিক হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। ন্যাজ্যারীণের চিকিৎসা সংক্রান্ত পেশাদাররা পৃথিবীর বেশ কিছু দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মাঝে অসুস্থদের যত্ন নিয়েছেন, শল্যচিকিৎসা করেছেন, সেবিকাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের জন্য সাহায্য করেছেন।

বিশেষ বিশেষ রোগের হাসপাতাল স্থাপন হয়েছে, যেমন আফ্রিকায় একটি কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮০-র দশকে সৃষ্টি হওয়া ন্যাজ্যারীণ কমপ্যাশনেট মিনিস্টিস ব্যাপক স্তরে সামাজিক পরিচর্যা কাজের অনুমোদন করেছিল যা আজও বর্তমান, যার মধ্যে রয়েছে শিশুদের সাহায্য প্রদান, জলপ্রকল্প এবং খাদ্য বিতরণ।

ন্যাজ্যারীণ সান্ডে স্কুল ও বাইবেল অধ্যয়ন সর্বদাই মাণ্ডলিক জীবনের অংশস্বরূপ হয়েছে এবং খ্রীষ্ট সলুভ শিষ্যদের গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, কলকতায় স্থাপিত মেয়ের জন্য হোপ স্কুলের গোড়ার বছরগুলি থেকে মণ্ডলী প্রাথমিক শিক্ষা সাক্ষরতার কাজে বিনিয়োগ করে এসেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের জন্য সারা জগতে ন্যাজ্যারীণ স্কুলগুলি লোকদের প্রস্তুত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একেবারে আদি ন্যাজ্যারীণ কলেজগুলি গ্রেড স্কুল ও হাই স্কুলগুলিকে মধ্য বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রেখেছিল।

ন্যাজ্যারীণ প্রতিষ্ঠাতারা উচ্চ শিক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিনিয়োগ করেছে, বিশ্বাস করেছেন যে, এটা পালক, অন্যান্য খ্রীষ্টীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং সাধারণ সভ্যদের গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য দ্য ইন্টারন্যাশ্নাল বোর্ড অব এডুকেশন সারা জগতে ন্যাজ্যারীণদের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা তৈরী করেছে যার মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা, ব্রাজিল, কানাডা, ক্যারিবিয়ান, কোরিয়া এবং মার্কি যুক্তরাষ্ট্রের লিবারেল আর্ট কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, এর সাথে রয়েছে ভারত ও পাপুয়া নিউ গিনিতে বাইবেল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহ, নার্সিং স্কুল এবং অষ্ট্রেলিয়া, কোস্টারিকা ইংল্যাণ্ড, ফিলিপাইন্স্ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতক স্তরের ঈশ্বতত্ত্ব বিদ্যালয়।

দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ সময়ের বিবর্তনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে নিজেকে উপস্থাপন করেছে। ওয়েসলীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে অবস্থান করে, ন্যাজ্যারীণরা নিজেদের এমন এক জনগোষ্ঠী হওয়ার বিষয় বিবেচনা করে যারা খ্রীষ্টীয়ান, পবিত্রতা এবং মিশন-মনোভাবাপন্ন এবং তারা মিশনের এই বক্তব্যকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে:

“জাতিবর্গের মধ্যে খ্রীষ্টের মত শিষ্যদের তৈরী করা।

দ্যা চাচ্য অব দ্যা
ন্যাজ্যারীণের মিশন হল
সমস্ত জাতিকে
খ্রীষ্টের মত
শিষ্য করে তোলা

আমাদের প্রকৃত মূল্যবোধসমূহ

১। আমরা এক খ্রীষ্টীয় জনগোষ্ঠী

সর্বজনীন মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে, আমরা সকল প্রকৃত বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্বকে ঘোষণা করি এবং খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের ঐতিহাসিক ত্রিত্ববাদ ও বিশ্বাসসুত্রকে সত্য বলে ঘোষণা করি। আমরা আমাদের ওয়েসলীয়- পবিত্রতার ঐতিহ্যকে মূল্য দিই এবং বিশ্বাসকে উপলব্ধি করার এক পন্থা হিসেবে এটাকে বিশ্বাস করি যা হল শাস্ত্র, যুক্তি ঐতিহ্য এবং অভিজ্ঞতার প্রতি একনিষ্ঠ থাকা।

আমরা যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্বকে ঘোষণা করতে সমস্ত বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি স্বর্গীয় ভালবাসায় ঈশ্বর সকল মানুষকে পাপের ক্ষমা প্রদান করেন এবং সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করেছেন। ঈশ্বরের সঙ্গে

পুনর্মিলিত হয়ে, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদেরকে একে অন্যের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে হবে, একে অন্যকে ভালবাসতে হবে যেমন আমরা ঈশ্বরের ভালবাসা পেয়েছি এবং একে অন্যকে ক্ষমা করতে হবে যেমন আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি যে একত্রে আমাদের জীবন হল খ্রীষ্টের চরিত্র অনুকরণীয়। আমরা শাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে দেখি যা যুক্তি, ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নিশ্চিত করেছে।

আমরা যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্বকে ঘোষণা করতে সমস্ত
বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ।

যীশুখ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর প্রভু, যেমন নাইসীয় বিশ্বাসসূত্রে বলা হয়েছে, এক, পবিত্র, সর্বজনীন এবং প্রৈরিতিক। যীশু খ্রীষ্টে ও পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, ঈশ্বর পিতা পাপের ক্ষমা এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত জগতের পূনর্মিলনের প্রস্তাব দেন। বিশ্বাসসহকারে যারা ঈশ্বরের এই প্রস্তাবে সাড়া দেয় তারা ঈশ্বরের লোক (প্রজা) হয়। খ্রীষ্টেতে ক্ষমা লাভ করে এবং পুনর্মিলিত হয়ে, আমরা একে অন্যকে ক্ষমা করি এবং একে অন্যের সঙ্গে পুনর্মিলিত হই। এইভাবে, আমরা খ্রীষ্টের মণ্ডলী ও দেহ হই এবং সেই দেহের ঐক্যকে প্রকাশ করি। খ্রীষ্টের এক দেহ স্বরূপ, আমাদের আছে "এক প্রভু, এক বিশ্বাস, এক বাপ্তিস্ম।" আমরা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর ঐক্যকে সুনিশ্চিত করি এবং একে রক্ষা করতে সব বিষয়ে যত্নবান হই (ইফিষীয় ৪:৫,৩)।

২। আমরা এক পবিত্রতার জনগোষ্ঠী

ঈশ্বর, যিনি পবিত্র, এক পবিত্রার জীবনে আমাদের আহ্বান করেন। আমরা বিশ্বাস করি যে পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে অনুগ্রহের দ্বিতীয় কাজটি করতে চেষ্টা করেন, বিভিন্ন উক্তিতে এক অভিহিত করা হয় যেমন "সমগ্র পৃথকীকরণ (পবিত্রতা)" এবং "পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম"- সমস্ত পাপ থেকে আমাদের ধৌতকরণ, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আমাদের নবায়িত করা, আমাদের সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, মন শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে এবং নিজেদের মতোই আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসতে আমাদের শক্তিমন্ত করা এবং আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের চরিত্র গঠন করা। বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্রতা ও অত্যন্ত স্পষ্টরূপে খ্রীষ্টসম হিসেবে বোধগম্য হয়।

এ হল পবিত্র আত্মার কাজ যা আমাদের ভিতরে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে ফিরিয়ে আনে এবং আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের চরিত্র গঠন করে।

যেহেতু আমরা শাস্ত্র কর্তৃক আহূত হয়েছি এবং ঈশ্বরের আরাধনা করতে এবং আমাদের সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, মন ও শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে এবং আমাদের নিজেদের মতোই আমাদের প্রতিবেশীদের ভালবাসতে অনুগ্রহ দ্বারা আকর্ষিত হয়েছি, সেহেতু আমরা আমাদের সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হই, বিশ্বাস করি যে আমরা এক জরুরী দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাস্বরূপ "সমগ্রভাবে পবিত্রীকৃত (পৃথকীকৃত)" হতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি যে পবিত্র আত্মা চেতনা দেন, ধৌত করেন, পূর্ণ করেন এবং আমাদের শক্তিশালী করেন যেমন ঈশ্বরের অনগ্রহ দিন প্রতিদিন ভালবাসা, আত্মিক শৃঙ্খলাপরায়ণ, নীতি সর্বস্ব, নৈতিক শুচিতা, করুণা ও ন্যায় বিচারের এক জনগোষ্ঠীতে পরিবর্তন করে। পবিত্র আত্মার কাজ হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আমাদের ফিরিয়ে আনা ও আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টের চরিত্র গঠন করা।

আমরা সৃষ্টিকর্তা, পিতা ঈশ্বরের বিশ্বাস করি, অস্তিত্বহীনকে যিনি অস্তিত্বপূর্ণ হতে আহ্বান করেন। একদা আমরা ছিলাম না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের অস্তিত্বশীল হতে আহ্বান করেছেন, তাঁর জন্য আমাদের নির্মাণ করেছেন এবং তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করতে বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছি : "আমিই সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর; অতএব তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র কর; পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র" (লেবীয় ১১: ৪৪ক)।

৩। আমরা এক প্রেরিত জনগোষ্ঠী

আমরা হলাম এক প্রেরিত জনগোষ্ঠী, যারা খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শক্তিমান হয়ে সারা জগতে যাই, খ্রীষ্টের প্রভুত্বের সাক্ষ্য দিতে এবং ঈশ্বরে সঙ্গে অংশ নিয়ে মণ্ডলী গঠন ও তাঁর রাজ্য বিস্তার করতে (মথি: ২৮:১৯-২০, ২ করিন্থীয় ৬:১)। আমাদের সেবাব্রত (ক) আরাধনায় শুরু হয়, (খ) সুসমাচার প্রচার ও করুণাবিষ্ট হয়ে জগতকে পরিচর্যা করা (গ) শিষ্যত্বের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় পরিপক্কতা লাভ করতে বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করা, এবং (ঘ) খ্রীষ্টীয় উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় পরিসেবার জন্য নারী পুরুষদের প্রস্তুত করা।

ক) আমাদের আরাধনার প্রেরণকার্য (Mission)

জগতে মন্ডলীর সেবাব্রত আরাধনায় শুরু হয়। আমরা যেমন একসাথে আরাধনা-গানে, প্রকাশ্যে বাইলে পাঠ শোনা, আমাদের দশমাংশ ও উপহার দানে, প্রার্থনায়, বাক্য প্রচার শেনা, বাপ্তিস্ম প্রদান ও প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ

করি- তেমনই আমরা আমরা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে জানি ঈশ্বরের প্রজা হওয়ার মানে কী। আমাদের বিশ্বাস হল যে জগতে ঈশ্বরের কাজ আরাধনাকারী মণ্ডলীগুলির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সাধিত হয় যা আমাদের বুঝতে পরিচালিত করে যে আমাদের সেবাব্রত মণ্ডলীর সহভাগিতায় নতুন সদস্যদের গ্রহণ এবং নতুন আরাধনাকারী মণ্ডলীগুলি গঠনে অন্তর্ভূক্ত।

আরাধনা হল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ

আরাধনা হল ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ। এ হল ঈশ্বর কেন্দ্রিক বন্দনা পবিত্রতমকে সম্মান জানানো যিনি অনুগ্রহে ও করুণায় আমাদের মুক্ত করেন। আরাধনার প্রাথমিক পরিপ্রেক্ষিতে বা প্রসঙ্গ হল স্থানীয় মন্ডলী যেখানে ঈশ্বরের প্রজারা একত্রিত হয়, আত্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতায় নয় অথবা আত্ম-গরিমার জন্য নয় কিন্তু বরং আত্ম-সমর্পণ ও আত্ম-উৎসর্গ করতে। আরাধনা হল ঈশ্বরের উদ্দেশে মন্ডলীর প্রেমপূর্ণ, বাধ্যতার সেবা।

খ) আমাদের সুসমাচার প্রচার ও করুণার প্রেরণকার্য

জনগোষ্ঠীস্বরূপ যারা ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হয়েছি, আমরা হারানো মানুষদের জন্য তাঁর ভালবাসা এবং গরীব ও ভগ্নচুর্ণদের জন্য তাঁর করুণা দেখাই । মহান আজ্ঞা (মথি ২২:৩৬-৪০) এবং মহান কর্মভাব সুসমচার প্রচার, করুণা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার আনয়নে জগতকে যুক্ত করতে আমাদের এগিয়ে দেয়। একে সম্পূর্ণ করতে আমরা বিশ্বাসী হতে লোকদের আমন্ত্রণ জানাতে অভাবীদের জন্য যত্ন নিতে, অবিচারের বিরুদ্ধে এবং নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে, ঈশ্বরের সৃষ্টির সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণ করার কাজে এবং আমাদের সহভাগিতায় সকলকে অন্তর্ভূক্ত করতে সমর্পিতা যারা প্রভুর নামে ডাকবে।

জগতে মণ্ডলী সেবাব্রতের মাধ্যমে, ঈশ্বরের ভালবাসাকে প্রদর্শন করে। বাইবেলের কাহিনী হল ঈশ্বরের কাহিনী তাঁর সঙ্গে জগতকে সম্মিলিত করছে, পরিশেষে খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে (২ করিন্থীয় ৫:১৬-২১)। ভালবাসার এই পরিচর্যা ও সুসমাচার প্রচার, করুণাপ্রদর্শন এবং ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সম্মিলনের পরিচর্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে অংশ নিতে জগতে মণ্ডলী প্রেরিত হয়েছে।

গ) আমাদের শিষ্যত্বের প্রেরণকার্য

আমরা যীশুর শিষ্য হতে এবং তাঁর শিষ্য হতে অন্যদের আমন্ত্রণ জানাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ কথা মনে রেখে, আমরা পন্থাগুলো জোগান দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ (সান্ডে স্কুল, বাইবেল অধ্যয়ন, জবাবদিহি করার ছোট ছোট দল এবং আরও কিছু) যার মাধ্যমে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে এবং একে অন্যের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে বৃদ্ধি পেতে উৎসাহিত হয়। আমরা শিষ্যত্ব বলতে বুঝি ঈশ্বরের বাধ্য হতে নিজেদের সমর্পণ করা এবং বিশ্বাসে অনুশাসনগুলিও অন্তর্ভূক্ত। আমরা বিশ্বাস করি পারস্পরিক সাহায্য, খ্রীষ্টীয় সহভাগিতা এবং স্নেহময় জবাবদিহি করার মাধ্যমে আমাদের পারস্পরকে পবিত্র জীবন যাপন করতে যাহায্য করতে হবে। জন ওয়েসলী বলেছেন, "ঈশ্বর আমাদের একে অন্যকে দিয়েছেন যেন একে অন্যের হাত সবল করি।"

শিষ্যত্ব হল সেই পন্থা যার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টেতে আমাদের পরিপক্ক করে তোলেন

খ্রীষ্টীয় শিষ্যত্ব হল জীবনের এক পথ। কিভাবে ঈশ্বর চান আমরা জগতে জীবন যাপন করব তা শেকার এ হল এক পদ্ধিতি। আমরা যখন ইশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতায় জীবনযাপন করতে, বিশ্বাসের অনুশাসন বা শৃঙ্খলায় বশীভূত হতে, একে অন্যের কাজে জবাবদিহি করতে শিখি, আমরা তখন শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন প্রকৃত আন্নদ ও স্বাধীনতার খ্রীষ্টীয় অর্থটা বুঝতে শুরু করি। শিষ্যত্ব কেবলমাত্রই মানবীয় প্রচেষ্টা, নিয়ম কানুনের কাছে সমর্পিত হওয়া নয়। এটা হল একটা পন্থা যার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা ক্রমে ক্রমে খ্রীষ্টেতে আমাদের পরিপক্ক করে তোল। শিষ্যত্বের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টীয় চরিত্রের লোক হই। শিষ্যত্বের চূড়ান্ত লখ্য হল যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় (২ করিন্থীয় ৩: ১৮)।

ঘ) আমাদের খ্রীষ্টীয় উচ্চ শিক্ষার প্রেরণকার্য

আমরা খ্রীষ্টীয় শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ, যার মাধ্যমে নারী ও পুরষের খ্রীষ্টীয় পরিচর্যার জীবনের জন্য পরিপক্ক হয়। আমাদের সেমিনারী, বাইবেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা জ্ঞানান্বেষণ, খ্রীষ্ঠীয় পরিত্রের বিকাশসাধন এবং মণ্ডলীতে ও জগতে সেবা করার ঈশ্বরদত্ত আমাদের আহ্বানকে সম্পূর্ণতা দিতে নেতাদের পরিপক্ক করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

খ্রীষ্টীয় উচ্চ শিক্ষা হল চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের **প্রেরণকার্যের** একটি কেন্দ্রীয় অংশ। চার্চ অব্য দ্যা ন্যাজ্যারীণের শুরু বছরগুলিতে ওয়সেলীয়- পবিত্রতার পুনার্জগরণের বিশ্বব্যাপী বিস্তারে নেতৃত্ব ও খ্রাষ্টীয় পরিসেবার জন্য ঈশ্বরের নারী ও পুরুষদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টীয় উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সংগঠিত হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে খ্রীষ্টীয় শিক্ষার প্রতি আমাদের নিয়ত অঙ্গীকার বিশ্বব্যাপী সেমিনারী, বাইবেল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালগুলির একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে।

আইস, আমরা
সদাপ্রভুর আনন্দ
গান করি
যীশু খ্রীষ্টের
প্রভুত্ব ত্রাণশৈলের
উদ্দেশে আইস উচ্চধ্বনি করি

আমাদের প্রেরণকার্য (মিশন)

চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের প্রেরণকার্য (মিশন) হল সকল জাতিকে খ্রীষ্টসুলভ বা খ্রীষ্টের মত শিষ্য করে তোলা
আমরা হলাম এক মহৎ কর্মভারের মণ্ডলী (মথি ২৮:১৯-২০)। বিশ্বব্যাপী এক বিশ্বাসের সম্প্রদায় হিসেবে, আমরা সর্বত্র মানুষের কাছে যীশুখ্রীষ্টেতে জীবনের সুখবর নিতে যেতে এবং বিভিন্ন দেশে শাস্ত্রসম্মত পবিত্রতার বাণী ছড়ানোর কাজে (খ্রীষ্টের মত জীবনযাপনে) নিয়োজিত হয়েছি।

চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ সকলকে এক সূত্রে বাঁধে, যারা খ্রীষ্টকে তাদের জীবনে প্রভু বলে স্বীকার করে, খ্রীষ্টীয় সহভাগিতায় ভাগ নেয়, এবং আরাধনা, প্রচার প্রশিক্ষণ ও অন্যদের সেবা করার মাধ্যমে বিশ্বাসে বেড়ে উঠেতে পরস্পরকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে।

যীশু খ্রীষ্টের দয়ায় খ্রীষ্টের মত জীবনযাপনে আমাদের ব্যক্তিগত অঙ্গীকারের পাশাপাশি সমস্ত মানুষের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের মত দয়া করতে আমরা প্রবলভাবে চেষ্টা করি।

যখন মণ্ডলীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা এছাড়াও আমরা তাঁর প্রেরণকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে আহূত-তাঁর সঙ্গে জগতকে সম্মিলিত করা।

মিশনের বক্তব্যের মধ্যে আমাদের মিশনের ঐতিহাসিক অপরিহার্য বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত: সুসমাচার প্রচার, পবিত্রীকরণ, শিষ্যত্ব, করুণা পবিত্রতার উৎস হল খ্রীষ্টসুলভ হওয়া।

ন্যাজ্যারীণ এক প্রেরিত লোক হচ্ছে-গৃহে গৃহে, কর্মস্থলে, সমাজ এবং অন্যান্য শহর ও দেশের মতই গ্রামে গ্রামে। জগতের সমস্ত অঞ্চলে এখন মিশনারীরা প্রেরিত হচ্ছেন। ঈশ্বর পবিত্র আত্মার দ্বারা অসম্ভব কাজগুলিকে সম্ভব করতে সাধারণ মানুষকে সর্বদা ডাকছেন।

আমাদের ন্যাজ্যারীণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

২০১৩ খ্রীষ্টাব্দের জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে, জেনারেল সুপারিনটেন্ডন্টদের কর্মনির্বাহীবোড চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের সাতটি বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে:

১। অর্থবহ আরাধনা

২। ঈশিতাত্ত্বিক যুক্তিগত সামঞ্জস্য

৩। আবেগময় সুসমাচার প্রচার

৪। উদ্দেশ্যমূলক শিষ্যত্ব

৫। মণ্ডলীর উন্নয়ন

৬। রূপান্তর-সংক্রান্ত নেতৃত্ব

৭। উদ্দেশ্যপূর্ণ করুণা (দয়া)

যখন এই বর্ণনীয় বিষয়গুলি আমাদের মিশনে সংগটিত না হয় "সমস্ত জাতিকে খ্রীষ্টসুলভ করে তোলা শিষ্য করতে অথবা আমাদের "খ্রীষ্টীয়, পবিত্রতা ও মিশনে সম্বন্ধীয়" আসল মূল্যবোধসমূহ, যা বর্ণনা করে যা আমরা বিশ্বাস করি ব্যাপক অংশে তা প্রতিটি চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ-এর বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, প্রত্যেক জায়গায় ন্যাজ্যারীণদের দ্বারা তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত। আমরা মণ্ডলীর নেতাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে গুরুত্ব দিতে ও সমস্ত ন্যাজ্যারীণদের এগুলিকে রূপায়িত করতে অনুনয় করি যখন আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। আসুন আমরা আবিষ্কার করি কীভাবে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর জন্য সেগুলি বাস্তব সম্মত হতে পারে।

১। অর্থবহ আরাধনা

আরাধনা করার আহ্বান

আইস, আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আনন্দগান করি,

আমাদের ত্রান-শৈলের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি।

আমরা স্তবসহ তাঁহার সম্মুখে গমন করি,

সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি।

কেননা সদাপ্রভু মহান ঈশ্বর,

তিনি সমুদয় দেবতার উপরে মহান্ রাজা।

পৃথিবীর গভীর স্থান সকল তাঁহার হস্তগত,

পর্বতগণের চূড়া সকলও তাঁহারই।

সমুদ্র তাঁহার, তিনিই তাহা নির্মাণ করিয়াছেন,

তাঁহারই হস্ত শুষ্ক ভূমি গঠন করিয়াছে।

আইস, আমরা প্রণিপাত করি, প্রণত হই,

আমাদের নির্মাতা সদাপ্রভুর, সাক্ষাতে জানু পাতি।

কেননা তিনিই আমারে ঈশ্বর

আমরা তাঁহা চরাণির প্রজা ও তাঁহার হস্তের মেষ।

--গীতসংহিতা ৯৫:১-৭ক

আমরা দৃঢ়তাসহকারে বলতে পারি ঈশ্বরকে আরাধনা করা হল তাঁকে আমাদের ত্রাণশৈল, মহান ঈশ্বর, সমূদয় দেবতার উপরে মহান রাজা, সকল বিষয়ে নির্মাতা এবং মেষপালক হিসেবে স্বীকার করি যিনি তাঁর প্রজাদের জন্য চিন্তা করেন।

ক) **যীশুর শিষ্যরা তাঁর উপস্থিতিতে বাস করতেন এবং তাদের সম্পর্কের জেরে অন্যদের পরিচর্যা করতেন।**

- যীশু পরিচর্যা করতে তাঁর শীষ্যদের জগতে পাঠিয়েছিলেন (মথি ১০ অধ্যায়)
- তিনি পরে তাদেরকে বলেছিলেন তাদের পবিত্র আত্মার পূর্ণ হওয়ার দরকার। তারা উপরের কুঠরীতে অপেক্ষা করছিলেন এবং যীশুর প্রতিজ্ঞা মতো পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন (প্রেরিত ২য় অধ্যায়)।
- শিষ্যরা যখন জগতে গিয়ে তাদের পরিচর্যা শুরু করেন, তারা ঈশ্বরের দূতস্বরূপ হয়েছিলেন।
- তারা পুনর্মিলনের প্রেরণকার্যের মাধ্যমে তাদের এক পুনর্মিলন -বার্তা নিয়ে এসেছিল (২ করিন্থীয় ৫:১১-২১)
- পৌল সুন্দর করে বলেছেন,"অতএব খ্রীষ্টের পক্ষেই আমরা রাজদূতের কর্ম করিতেছি; ঈশ্বর যেন আমাদের দ্বারা নিবেদন করিতেছেন আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে এই বিনতি করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত হও। যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই" (২ করিন্থীয় ৫:২০-২১)।

খ) **যীশু মহৎ কর্মভার দিয়ে তাঁর অনুগামীদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।**

- "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহ আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (মথি ২৮:১৯-২০)।

আদি মণ্ডলী আন্তিয়াখিয়াতে সত্যই এক অর্থবহ আরাধনা অনুসরণ করে জগতে এই কর্মভারে পূরণ করতে শুরু করেছিল। প্রেরিত ১৩:১-৪

গ) **অর্থবহ আরাধনা সংঘটিত হয় যখন আমরা উপবাস ও প্রার্থনার মতো ঈশ্বরের আত্মার অনুশাসনগুলি অনুশীলন করি।**

- পবিত্র আত্মা তখন তাদের পাঠিয়েছিলেন তাদের বিশ্বাসে অন্যদের জয় করতে।
- এটা আরাধনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছিল।
- আরাধনা আমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরাক্রমকে প্রকাশ করে।
- আরাধনা খ্রীষ্টের উদ্দেশে আমাদের জীবনকে পুনরায় ওয়াকিবহাল করে। এটা হল সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য এক অপরিহার্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন, যীশুর পবিত্র প্রতিমূর্তিতে আমাদের গড়ে তুলতে ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

ঘ) **অর্থবহ আরাধনা তাঁর নিজস্ব উপায়ে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের গমনাগমনের জন্য সববেত সেবাকাজগুলোতে সময় অনুমোদন করে।**

- যদি মণ্ডলী একাধিক সমিতি বা সেমিনারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করেনি।
- বরং, তারা প্রায়শই সমবেত আরাধনা সভার জন্য এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে ঈশ্বরকে সুযোগ দিতে একত্রিত হত।
- আমাদের নিজস্ব সম্পাদিত কার্যাবলী থামাতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত এবং আমাদের মধ্যে তাঁর সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পন্ন করতে ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়া উচিত।
- অর্থবহ আরাধনা ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়া উচিত তাঁকে নিজেকে প্রকাশ করতে এবং তাঁর সময় সারণী অনুসারে তাঁর নিজস্ব পন্থায় লোকদের অনুপ্রাণিত করতে, গতিশীল করতে, স্পর্শ করতে, পরিত্রাণ ও পবিত্রীকৃত করতে।
- আমাদের ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়া উচিত তাঁকে নিজেকে প্রকাশ করতে এবং তাঁর সময় সারণী অনুসারে তাঁর নিজস্ব পন্থায় লোকদের অনুপ্রাণিত করতে, গতিশীল করতে, স্পর্শ করতে, পরিত্রাণ ও পবিত্রীকৃত করতে।
- আমাদের অবশ্যই প্রত্যাশা করা উচিত যে ঈশ্বর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নানা প্রকারে উদ্বুদ্ধ করেন, ঈশ্বর যেটা চাই কেবল সেটাই করতে পারেন যখন আমরা সাপ্তাহিক আরাধনা সভায় মিলিত হই। অভ্যাসগতভাবে সাধারণভাবে মিলিত হওয়ায় আমাদের কখনই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

- ঈশ্বরের সন্তানদের পতি সপ্তাহে একত্রিত হওয়া উচিত যেন ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা শক্তিশালীরূপে তারা আকৃষ্ট হতে পারে।
- ঈশ্বরের স্বর্গীয় আত্মার দ্বারা মানবাত্মার সঞ্জীবিত হওয়ার কোন বিকল্প হতে পারে না।
- অর্থবহ সমবেত আরাধনার সময়েই এটা সবচেয়ে ভালভাবে ঘটে।

২। **ঈশতাত্ত্বিক যুক্তিগত সামঞ্জস্য**

ক) আমাদের ন্যাজ্যারীণ রব যেন অবশ্যই বৃহত্তর খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে শোনা যায়।

- এটা প্রকাশ করে ঈশতাত্ত্বিকভাবে আমরা কারা।
- এটাই আমরা সুনিশ্চিত করি, কাজ করতে কোন্ বিষয়ে আমাদের যেটা অনুপ্রাণিত করে, এবং কীভাবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিশ্বাসসূত্রানুসারে জীবন যাপন করি।

খ) এগুলি হল ঈশতাত্ত্বি যুক্তিগত সামঞ্জস্যের জন্য আমাদের উৎসসমূহ

- শাস্ত্র: আমরা বিশ্বাস করি খ্রীষ্টেতে আমাদে পরিচতি গঠনের কাজে পবিত্র শাস্ত্রকলাপ ভিত্তিমূলক ও জরুরী।
- খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য: বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ২০০০ বছরের সনাতনপন্থী শিক্ষাগুলি আমরা পালন করি।
- যুক্তি: আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের আত্মা আমাদের বুদ্ধির মাধ্যমে কাজ করেন এবং দুরদৃষ্টিসম্পন্ন মন দেন।
- ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা: আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষের জীবন ও সমাজের মধ্যে ও মাধ্যমে কাজ করেন যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে।

ঈশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিগত সামঞ্জস্যের উৎসসমূহ

গ। **এই বিশ্বাসসূত্রগুলি আমাদের ঈশ্বতাত্ত্বিক যুক্তিগত সামঞ্জস্যপ্রদান করে।**

- আমরা খ্রীষ্টীয়ান।

  ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে যীশু খ্রীষ্টে আমাদের বিশ্বাসকে সত্য বলে ঘোষণা করি।

  ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তিসত্তা হিসেবে খ্রীষ্টকে আমরা সত্য বলে ঘোষণা করি।

  আমরা খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর সনাতনপন্থী মতবাদ ও ঐতিহ্যগুলিকে শ্রদ্ধা করি।

- আমরা প্রোটেস্ট্যান্ট।

  পরিত্রাণলাভ করতে কেবলমাত্র বিশ্বাসে অনুগ্রহের মাধ্যমে ধার্মিকতা লাভ করাতে আমরা বিশ্বাস করি।

  আমরা শাস্ত্রের কর্তৃত্বকে এক উচ্চস্থান দিয়ে থাকি।

  আমরা সমস্ত বিশ্বাসীদের যাজকত্বে বিশ্বাস করি।

  আমরা প্রচারকে (sermon) আরাধনার অভিজ্ঞতার এক কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে সত্য বলে ঘোষণা করি এবং মণ্ডলীর মঞ্চের মধ্যস্থানে প্রচারবেদী স্থাপন করি।

  আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের আত্মার দানগুলি খ্রীষ্টের দেহেতে সমস্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

- আমার সুসমাচারপন্থী

  আমরা পাপের ক্ষমা এবং খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে আমাদের চরিত্রের পরিবর্তনের মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে এক ব্যক্তিগত সম্পর্কের সম্ভাব্যতায় ও প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করি।

- আমরা ওয়েসলী।

  আমরা ঈশ্বরের অপরিহার্য প্রকৃতিতে বিশ্বাস করি যাঁকে ঘিরে সমস্ত ঈশতত্ত্ব গড়ে উঠে- "ঈশ্বর প্রেম" (১ যোহন ৪:৮)।

আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অর্থবহ সম্পর্ক লাভ করতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা অনুশীলনে বিশ্বাস করি।

আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা প্রদান করেন।

আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের রক্ষাকারী অনুগ্রহ একজন ব্যক্তির আগে যায়, সেই ব্যক্তিকে গভীরভাবে পাপে পড়া থেকে রক্ষা করে, এবং ঈশ্বর নিজের কাছে তাকে (পুং/স্ত্রী) টেনে নেন। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বরের অন্বেষণকারক, মুক্তিকামী, ত্রাণজনক পবিত্রীকৃত এব যথেষ্ট অনুগ্রহ একজন ব্যক্তির জীবনে কাজ করে তাকে (পু/স্ত্রী) ঈশ্বরের এক সন্তানে পরিণত করে এবং খ্রীষ্টীয় জীবনে চলার পথে সর্বদা দান করে।

আমরা অনুগ্রহের আাশাবাদে বিশ্বাস করি যা একজন ব্যক্তির জীবনে পাপের ক্ষমতাকে চূর্ণ করে এবং একজন পাপীকে এক ঈশ্বরের সন্তানে পরিবর্তন করে যে স্ব-ইচ্ছায় ভালবাসার হৃদয় দিয়ে প্রভুর বাধ্য হয়।

আমরা বিশ্বাস করি এ জীবনে পবিত্রতা ও পৃথকীকৃত হওয়া প্রকৃতই সম্ভব।

আমরা ঈশ্বরের আত্মার সাক্ষ্যে বিশ্বাস করি।

আমরা নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করি যাতে একজন ব্যক্তি জানতে পারে যে তার (পু/স্ত্রী) পাপসকল ঈশ্বর কর্তৃক ক্ষমা হয়েছে এবং সর্বদা সচেতনতা দান করে যে যীশু খ্রীষ্টের রক্ত সর্বদা অতীতে পাপ সকল আচ্ছাদন করে এবং প্রত্যহ বিজয় দান করে।

আমরা ঈশ্বরের আত্মচালিত নির্দেশনায় বিশ্বাস করি যাতে একজন ব্যক্তি জীবনে প্রতিদিনের সিদ্ধান্তগুলি নিতে ঈশ্বর কর্তৃক চালিত হয়। ঈশ্বরের আত্মা তাঁর সন্তানদের পিছনে থেকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এবং পরীক্ষা করতে পারেন যা জীবনের যাত্রাপথের পথনির্দেশের এক অনুভুতি যোগায়।

ঘ) আমরা বিশ্বাস করি এক পবিত্র জীবনের অপরিহার্য চারটি দিক আছেঃ

- খ্রীষ্টসুলভভাব- আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের কাজে নিজেদেরকে সহায়তা করতে করতে পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে প্রতিদিন যীশুর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়া। "অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস, যদি প্রেমের কোন সান্ত্বনা, যদি আত্মার কোন সহভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থাকে, তবে তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর- একই বিষয় ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ এক ভাববিশিষ্ট হও" (ফিলিপীয় ২:১,২)।
- জীবনযাপনের ধরন- আমাদের জগতে ঈশ্বরের কাজ করতে পবিত্র উদ্দেশ্যগুলির জন্য পৃথকীকৃত হওয়া। "আমি নিবেদন করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে সেই

পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর। তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতেরই নই। তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমরা বাক্যই সত্যস্বরূপ" (যোহন ১৭:১৫-১৭)

- প্রলোভন ও মনোনীত করার ক্ষমতা– দুষ্ট অথবা মাংসের নানাবিধ ইচ্ছা বা আসক্তির প্রতি সমর্পিত না হওয়ার , কিন্তু পবিত্র জীবন যাপন করতে ঈশ্বর হতে ক্ষমতা লাভের সক্ষমতা থাকা "আমি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু আলোকময় হয়ে, যেন তোমরা জানিতে পার, তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপ ধন কি, এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি । ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্যসাধনের অনুযায়ী, যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিছেন; ফলত তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন" (ইফষীয় ১:১৮-২০)।
- ঈশ্বরের আত্মার ফল– ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট ভালবাসা যা স্বয়ং প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমনে প্রকাশিত হয়। "প্রেম ভয় নাই, বরং উৎকৃষ্ট প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া দেয়, কেননা ভয় দণ্ডযুক্ত, আর যে ভয় করে, সে প্রেমে নিখুঁত উৎকৃষ্ট হয় নাই" (১ যোহন ৪:১৮)

ঙ) **আমরা মধ্যপন্থায় বিশ্বাস করি। আমরা অনেক বিষয়ের উভয় দিকের চরমপন্থা এড়ানোর চেষ্টা করি। আমরা চরমপন্থার বিশেষ বিশেষ দিকগুলির ওপর কম এবং যখন সম্ভব হয় মধ্যপন্থার ভারসাম্যের ওপর বেশী নজর দিই।**

৩। আবেগময় সুসমাচার প্রচার

আবেগময় সুসমাচার প্রচার হল মানবতার জন্য যীশুর প্রেম ও অনুগ্রহের প্রতি আমাদের প্রত্যুত্তর। দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ আবেগময় সুসমাচারসহকারে শুরু হয়েছিল। এটা সর্বদা কে আমরা-র হৃদয়েস্বরূপ হয়। সুসমাচার প্রচার সম্বন্ধে তার আহ্বানে, চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের প্রথম জেনারেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ফিনিস ব্রিজি বলেছেন, "আমরা প্রত্যেক জনকে ততটা পরিমাণে সুসমাচার দিতে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধা ঠিক যতটা আমরা তা গ্রহণ করেছি।" আমরা যীশু খ্রীষ্টে এক ব্যক্তিগত ত্রাণকারী বিশ্বাস আবিষ্কার করতে লোকদের সাহায্য করার ওপর নজর দিই।

ক) আবেগময় সুসমাচার প্রচারে যীশু আদর্শস্বরূপ ছিলেন:

- কিন্তু বিস্তর লোক দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেনান তাহারা ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল। তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের মালিকের নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন" (মথি ৯:৩৬-৩৮)।
- যীশু বলেছেন, "তোমরা কি বল না, 'আর চারি মাস পরে শস্য কাটিবার সময় হইবে? দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শস্য এখনই কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ হইয়াছেন" (যোহন ৪:৩৫)।

খ) আবেগময় সুসমাচার প্রচার যীশু আবশ্যক করেছেন:

- "তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সমুদয় জগতের যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর" (মার্ক ১৬:১৫)।
- তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন; আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মনপরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে-- জেরুশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে" (লূক ২৪:৪৬-৪৭)।

গ) আবেগময় সুসমাচারপ্রচারের অনুমতি যীশু দিয়েছেন:

- "আর সর্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জড়তে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে" (মথি ২৪:১৪)।
- "চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়" (যোহন ১০:১০)

ঘ) আবেগময় সুসমাচার পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিযুক্ত হয়:

- পবিত্রতায় জীবন যাপন করতে ও সাক্ষ্য দিতে তিনি প্রত্যেককে এবং সমবেত সকলকে শক্তিযুক্ত করেন।
- কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর আসিলে তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা জেরুশালেমে, সমুদয় যিহুদিয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে" (প্রেরিত ১:৮)।

ঙ) আবেগময় সুসমাচার পবিত্র আত্মা প্রকাশ্যে উপস্থাপন করেন:

- আমাদের অন্তরে তাঁর জীবনই হল প্রমাণস্বরূপ ও ফলদায়ী।
- "কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয় দমন; এইপ্রকার গুণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাই। আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর, তাহারা মাংসকে তাহার মতি ও অভিলাসশুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে। আমরা যদি আত্মার বশে জীবন ধারণ করি, তবে আইস, আমরা আত্মার বশে চলি" (গালাতীয় ৫:২২-২৫)।

চ) আবেগময় সুসমাচার প্রচার প্রত্যেক ব্যক্তি ও মণ্ডলী উভয়েরই জীবনে নতুন জীবন ও নতুন উদ্যম বয়ে আনে।

- ফলত, কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নুতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নুতন হইয়া উঠিয়াছে। (২ করিন্থীয় ৫:১৭)।
- আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন।

ছ) আবেগময় সুসমাচার প্রচার হল যীশুর প্রতি আমাদের বাধ্যতার প্রকাশস্বরূপ

- ফলত কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নুতন সৃষ্টি হইল পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নুতন হইয়া উঠিয়াছে। (২ করিন্থীয় ৫:১৭)।
- আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন।

জ) খ্রীষ্টের জন্য তীব্র আবেগ হল মহৎ কর্মভারে আমাদের প্রবেশের মুখ (মথি ২৮:১৯-২০)- আমাদের প্রশিক্ষণ ও পরিপক্কহওয়া নিম্নরূপ:

- পরিণতিতে, প্রত্যেকের উচিত যীশু খ্রীষ্টকে জানা।

- অনুরূপভাবে, প্রত্যেকের এমনকি, কৌশল বা পদ্ধতিসমূহে কম দান থাকলেও তীব্র আবেগসহকারে সাড়া দেওয়া ও সাহসিকতার সঙ্গে খ্রীষ্টের কথা বলা উচিত।

ঝ) আবেগময় সুসমাচার প্রচার ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করতে আমাদের আমন্ত্রণ জানায় যা আমাদের বাধ্য করে অন্যদের কাছে পরিত্রাণের সুখবর পরিবেশন করতে:

- আমরা বিশ্বাসে বাইবেল অধ্যয়ন করি; তারপর আমরা অন্যদের বলি ঈশ্বরের বাক্য কি বলে।
- সুসমাচারের বার্তার ক্ষমতা পুরুষ ও স্ত্রীলোক, বালক ও বালিকাদের হৃদয়ে কথা বলে যাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের সঙ্গে এক পুনরুদ্ধিত সম্পর্ক।
- যীশু আমাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। "কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মানুষ্যপুত্র আসিয়াছেন" (লুক ১৯:১০)।
- "যীশু ধর্মধামে লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন ও সুসমাচার প্রচার করিতেছেন" (লূক ২০:১ক)

ঞ) আবেগময় সুসমচার প্রচার আরও সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টকে জানতে আমাদেরকে সম্মুখে চালিত করে:

- এটা আমাদের জীবন যাপনের ধরন, আমরা কে তা জানায়। আমাদের জীবনের জন্য তীব্র আবেগ সুসমাচারের জন্য আমাদের তীব্র আবেগের চেয়ে বৃহত্তর নয়। জীবনযাপন করার মনোনয়নের দ্বারা আমরা সুসমচার প্রচারের মনোনয়ন করি।
- এটা আমরা কি জানি তা যাচাই করে। যেমন অন্ধ মানুষটা যীশুর দ্বারা দৃষ্টি ফিরে পেয়ে সরলভাবে সাক্ষ্য দিয়েছিল, "একটি বিষয় জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি" (মথি ১০:৮খ)।

ট) আবেগময় সুসমাচার প্রচার শিষ্য করতে আমাদের অনুমোদিত করে:

- সারা জীবনের যাত্রায়, আমরা যখন আমাদের বিশ্বাসে জীবনযাপনের কথা বলি তখন আমরা যেসব লোকদের চিনি বা না চিনি তাদেরকে অনুপাণিত করতে চেষ্টা করি।

- প্রত্যেক খ্রীষ্ট অনুগামীরাই (পুং/স্ত্রী) উচিত ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে যথেষ্ঠ আবেগপ্রবণ হওয়া যে এক ব্যক্তিগত সাক্ষ্যদান করে যা অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসে।

ঠ) আবেগময় সুসমাচার প্রচার আমাদের সৃষ্টিশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে:

- সরঞ্জামসমূহ-জিজাস ফ্লিম, ইভ্যান্জল এবং ইভ্যান্জ কিউব-এর মতো কয়েকটি দৃষ্টান্ত।
- পদ্ধতিসমূহ- বহু পদ্ধতি, বার্তাএক।
- কৌশলসমূহ- গণ সুসমাচার প্রচার, বন্ধুত্বপূর্ণ ও ব্যক্তিগত সুসমাচার প্রচার, ছোট ছোট দল, শহর এবং আরও অনেক কিছু।

আমরা প্রত্যেকজনকে ততটা পরিমাণে সুসমাচার দিতে
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ঠিক যতটা আমরা তা গ্রহণ করেছি।
-ফিনিয়াস ব্রিজি

৪। উদ্দেশ্যমূলক শিষ্যত্ব

ক) যীশু মণ্ডলীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিষ্য করার জন্য আহ্বান করেন।

- অতএব তোমরা গিয়া সমূদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দা। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি: (মথি ২৮: ১৯-২০)।
- খ্রীষ্টের মত শিষ্য করে তোলার জন্য মণ্ডলীর এক উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতি আছে।
- খ্রীষ্টের মতো শিষ্যরা হল সেই লোকেরা যারা খ্রীষ্টেতে বাস করে, খ্রীষ্টের মত বৃদ্ধি পায় এবং তিনি যা করেন তা করে। তারা নিজেদের অস্বীকার করে, তাদের সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, মন ও শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসে ও তাঁর বাধ্য হয় (মার্ক ১২:২০; যোহন ১৫ অধ্যার; লূক ৯ অধ্যায়)।

- উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্কযুক্ত শিষ্যত্ব হল যীশুর সাথে বাধ্যতাপূর্ণ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বাড়াতে লোকেদের সাহায্য করা। এইরকম সম্পর্কে, খ্রীষ্টের আত্মা তাদের চরিত্রকে খ্রীষ্টের মত পরিবর্তন করে- নতুন বিশ্বাসীদের মূলবোধগুলিকে ঈশ্বরের রাজ্যের মূল্যবোধে পরিবর্তন করে এবং তাদের বাড়ী, গীর্জা এবং জগতে অন্যদের জীবনে কাজে নিজেদের যুক্ত করে।

খ) আমরা শুরু করি ব্যক্তি বিশেষদের যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রবেশ করাতে চালনা করার দ্বারা।

- যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্রমে অনুগ্রহে পাপের স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা দিয়ে বিশ্বাসের যাত্রা শুরু।
- খ্রীষ্টেতে এই নতুন সৃষ্টির পুনর্জাত ও ঈশ্বরের পরিবারে দত্তক হিসেবে গ্রাহ্য হয়।
- পুনর্জন্ম পরিবর্তিত হৃদয় এবং পরিবর্তিত জীবনযাপনের ধরন উপস্থাপন করে, তারা যাদের জানে তাদেরকে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাক্ষ্য উপস্থাপন করে।
- একবারে শুরু থেকেই আমরা সত্বর বিশ্বাসের সমাজে তাদের শিক্ষিত করতে এই নতুন বিশ্বাসীদের প্রশিক্ষিত করি এই জন্য যে তারা নিজেদের জন্যই পরিত্রাণ পায় নি কিন্তু তাদের জন্য যাদেরকে তারা প্রভাবিত করবে এবং খ্রীষ্টের কাছে চালিত করবে। তারা হবে শিষ্যকারী যারা অন্যদের শিষ্য করবে যারা আবার শিষ্য-কারী হবে।
- শিষ্যত্ব অন্তর্ভূক্ত কোন একজনকে আরও গভীরভাবে যীশুকে অনুসরণ করতে সাহায্য করা।

উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্কযুক্ত শিষ্যত্ব হল যীশুর সাথে বাধ্যতাপূর্ণ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বাড়াতে লোকদের সাহায্য করা। এইরকম সম্পর্কে, খ্রীষ্টের আত্মা তাদের চরিত্রকে খ্রীষ্টসুলভভাবে পরিবর্তন করে- নতুন বিশ্বাসীদের মূল্যবোধগুলিকে ঈশ্বরের রাজ্যের মূল্যবোধে পরিবর্তন করে এবং তাদের বাড়ী, গীর্জা এবং জগতে অন্যদের জীবনে তাঁর মিশন কাজে নিজেদের যুক্ত করে।

গ) আরা এক শক্তিশালী প্রচারেবেদী সম্বলিত পরিচর্যার মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক খ্রীষ্টের মত শিষ্যদের গড়ে তুলি।

- আমাদের পালকেরা খ্রীষ্টেতে আমাদের বিশ্বাসে কীভাবে বৃদ্ধি পেতে হয় সেই সম্বন্ধে নির্দেশমূলক উপদেশ প্রচার করে।

- আমাদের পালকেরা বাইবেলসম্মত উপদেশসমূহ প্রচার করে এবং বৃদ্ধির উদ্দেশে ও বাইবেলের জন্য এক গভীর ক্ষুধার জন্য লোকদের উপস্থাপন করে।
- আমাদের পালকেরা সমস্ত শিষ্যত্বের প্রচেষ্টার ভিত্তি হতে ঈশ্বরের বাক্যকে অনুমোদন করে।
- আমাদের পালকেরা তাদের লোকদের কীভাবে বাইবেল অধ্যয়ন করতে হয় এবং ঈশ্বরের বাক্যের মানে কী এবং এরই পাশাপাশি কীভাবে তাদের জীবনে তা প্রযোগের চিন্তা করতে শিক্ষা দেয়।
- আমাদের পালকেরা সারা বছর ধরে প্রচার করার এক ভারসাম্য শাস্ত্রীয় খাদ্যের জন্য চেষ্টা চালায়।
- আমাদের পালকেরা খ্রীষ্টেরমত শিষ্যদের গঠন করতে এক ভারসাম্য উপায়ে একত্রিত হয়ে তারা যা কিছু করে তাকে প্রাণবন্ত করতে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ওপর নির্ভর করে।
- যীশু বিস্তর লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন এবং যত্নসহকারে এক ছোলট দলে তার শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।
- যীশু লোকদের জানতে সাহায্য করতে গিয়ে উপমা (কাহিনী) না বলে প্রচার করতেন না (মার্ক ৪:৩৪)

ঘ) আমরা সান্ডেস্কুলের স্কুলের ক্লাসগুলোর অগ্রগতি ঘটাই যা খ্রীষ্টেরমত শিষ্যদের উপস্থাপন করেও বৃদ্ধি করে।

- আমাদের সান্‌ডে স্কুল শিক্ষকরা যে পাঠগুলি শিক্ষা দেন যার লক্ষ্য খ্রীষ্টের মত শিষ্য করে তোলা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা এবং জীবনে শাস্ত্রের প্রয়োগ করা।
- আমাদের সান্‌ডে স্কুল শিক্ষকরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তরা দিতে ক্লাসরুমের বাইরে নতুন বিশ্বাসীদের প্রতি এক ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখান এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে তাদের উৎসাহিত করেন।
- আমাদের সান্‌ডে স্কুলের নির্দেশনাবলির পদ্ধতি দোলনার শিশু থেকে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নানা শিক্ষামূলক বিষয় প্রদান করে, এটা তেমন বিষয়বস্তুর সুযোগ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি কর যার

ফলে এক সংগঠিত উপায়ে সমগ্র বাইবেলটা অধ্যয়ন করা যায়। "বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা দাও, সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না" (হিতোপদেশ ২২:৬)।

ঙ) আমরা ছোট বাইবেল অধ্যয়নের দল গড়ি যা দায়বদ্ধাতাকে উৎসাহ দেয়।

- ছোট বাইবেল অধ্যয়নের দল নতুন বিশ্বাসীদের জন্য দলগতদ ও একজন আরেকজনের কাছে; উভয়ের কাছে দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা করে এবং তাদের জন্যও যারা বিশ্বাসে পরিপক্ক।
- ছোট ছোট দলে, স্বাস্থ্যসম্মত সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় যা জীবনের এক পন্থাস্বরূপ বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে নিয়মিত সাক্ষাতের উর্দ্ধে এগিয়ে যায়।
- এই অধ্যয়নের দলগুলি এক মিশ্র বাইবেল অধ্যয়ন দান করে এবং অনুগ্রহে বৃদ্ধির জন্য সামাজিক আলাপচারিতার ব্যবস্থা করে যা জরুরী।
- রবিবারের বাইরে জীবনে একত্রিত হতে সমর্থনের পদ্ধতিগুলি ছোট শিষ্যত্ব দলগুলি উন্নত করে।

চ) আমাদের এক সু-পরিকল্পিত মণ্ডলীর কর্মকান্ডের মাধ্যমে খ্রীষ্টেরমত শিষ্যদের আত্মিক বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিই।

- বাইবেলের প্রশ্নোত্তরের কার্যক্রম।
- ভ্রাম্যমাণ শিশুদের পরিচর্যা।
- অবসরকালীন বাইবেল স্কুলসমূহ।
- বড়দিন ও পুনরুত্থান সভার দিয়ে প্রকাশ্যে নানা অনুষ্ঠান।
- করুণাপূর্ণ পরিচর্যার প্রচেষ্টাসমুহ।
- অন্যদের প্রতি শিষ্যত্বের পরিচর্যা।
- পুরুষ, স্ত্রীলোক, প্রবীণ প্রাপ্ত বয়স্ক, অবিবাহিত, বিশেষ প্রয়োজন, খেলার দল এবং নানা প্রকার অন্যান্য আকর্ষণের দলের জন্য পরিচর্যাগুলিকে উৎসাহিত করা হয় খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে লোকদের সাহায্য করতে।

ছ) আমরা বিশ্বাসীদের নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে ও উন্নত হতে প্রাপ্তিসাধ্য প্রতিটা পন্থা ব্যবহার করতে অনুনয় করি।

- নানা উপকরণের সাহায্যে বাইবেল পড়া; অডিও ফাইলে বাইবেল শোনা।
- প্রতিদিন প্রার্থনা করা।
- খ্রীষ্টীয় সঙ্গীত শোনা।
- একজন হিসেব দেওয়া-সঙ্গীকে খুঁজে বের করা যে প্রতিদিন প্রার্থন করবে যাতে আপনি খ্রীষ্টের মত হন।
- একজন হিসেব দেওয়া সঙ্গীকে খুঁজে বের করা যে, আপনাকে প্রচুর ভালবাসবে যে আপনাকে কঠিন প্রশ্ন করবে।
- ঈশ্বর আপনার জীবনে যা করছেন তা অন্যাদের নিয়মিত বলতে শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া।

জ) প্রত্যহ ঈশ্বরে উপস্থিতি খুঁজতে শেখাতে আমরা বিশ্বাসীদের উৎসাতি করি।

- আমরা আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা, যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পর্ক হিসেবে খ্রীষ্টীয় জীবনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করি।
- উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিষ্যরা খ্রীষ্টের সাদৃশ্য সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বৃদ্ধি পায় যখন তারা তাঁর সঙ্গে সময় কাটায়।
- সেহেতু, আমরা প্রতিদিন খ্রীষ্টের রব শুনি, আমরা প্রত্যহ তাঁর বাক্য ভোজন করি; আমরা প্রত্যহ তাঁর উপস্থিতি উপভোগ করি।
- খ্রীষ্টের মত শিষ্যরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁকে অন্বেষণ করে এবং তারা যাদের জীবন স্পর্শ করে তাদের কাছে তাঁকে জানাতে প্রস্তুত থাকে।

প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য এবং স্বইচ্ছায় একে অন্যকে আরও যীশুর মতো সাহায্য করা মণ্ডলীতে উদ্যমী শিষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

ঝ) আমরা স্বইচ্ছায় শিষ্য করতে শিষ্যদের উৎসাহিত করি

- প্রভু শিষ্য করতে আমাদের নিযুক্ত করতে ও ক্ষমতায় দিয়েছেন (মথি ২৮: ১৯-২০)।
- আমরা প্রার্থনাপূর্বক এখন পরিপক্ক খ্রীষ্টীয়ানকে স্বইচ্ছায় শিষ্য করতে বা আমাদের সুদক্ষ পরামর্শ দান করতে আমন্ত্রণ জানাই।
- আমরা প্রার্থনাপূর্বক বিশ্বাসীদের একটি ছোট দলকে আমাদের শিষ্যত্বের দলের একটি অংশ হতে আমন্ত্রণ জানাই।
- আমরা যখন একসাথে প্রভুর অন্বেষণ করি আমরা তখন এই সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে আমাদের জীবনকে বিনিয়োগ করি।
- ছোট ছোট দলে কাহিনীকেন্দ্রিক বাইবেল শিক্ষার পদ্ধতিগুলি এক শক্তপোক্ত বাইবেলসম্মত ভিত্তি শিষ্যদের দান করে যা বাইবেল শিখতে এবং প্রভাবিত করার মতো তাদের বৃত্তে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়।
- প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য এবং স্বইচ্ছায় একে অন্যকে আর যীশুর মতো হতে সাহায্য করা মন্ডলীতে উদ্যমী শিষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

৫। মন্ডলীর উন্নয়ন

ক) খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর শুরু হয় যীশু খ্রীষ্টকে দিয়ে যিনি বিশ্বাসের প্রথম সম্প্রদায় শুরু করেছিলেন।

- বিশ্বাসের সমাজ/সম্প্রদায় নিয়মিত ঈশ্বরের আরাধনা করতে একত্রিত হতো।
- এরপর পর বৃদ্ধি হতে আরম্ভ হয় এবং নতুন নতুন মন্ডলীর বিস্তার ঘটে পৌল ও বার্ণবার প্রথম সুসমাচার প্রচারাভিযানের মাধ্যমে (প্রেরিত ১৩:১৪)।

খ) পৌল আরও মন্ডলী স্থাপনের পরিকল্পনাসহ দ্বিতীয় সুসমাচার প্রচারাভিযান শুরু করেছিলেন কিন্তুপবিত্র আত্মা তাঁকে ভিন্ন পথে চালিত করেছিলেন (প্রেরিত ১৬ অধ্যায়)।

- আমাদের সর্বদাই ঈশ্বরের নতুন দর্শনের প্রতি তাঁর কাজের জন্য নিজেদের উন্মুক্ত রাখা এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হওয়া উচিত।

- পৌলের একটা দর্শন ছিল। সেটা অন্য লোকদের থেকে বা সমাজ/সম্প্রদায়ের ওপর সমীক্ষা করা থেকে আসেনি। সেটা ঈশ্বরের হৃদয় থেকে এসছিল। নতুন নতুন মন্ডলীর জন্য আমাদের দর্শনও ঈশ্বরের হৃদয় থেকে আসা উচিত।
- পৌল একজন পুরুষের দর্শন পেয়েছিলেন, সেটা একটি নীল-নকশা, কৌশল, বিবৃতি, তালিকা বা কোন কার্যক্রমের দর্শন ছিল না। হারানো মানবজাতির ওপর পৌলের দর্শনের নজর ছিল। নতুন নতুন মন্ডলী স্থাপনের জন্য আমাদের দর্শনের উচিত হারানো মানুষদের ওপর স্পষ্টরূপে সর্বদা নজর দেওয়া যাদের যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে এক সম্পর্ক থাকা উচিত।
- পৌল ম্যাসিডিনিয়ার এক পুরুষের দর্শন পেয়েছিলেন, এটা ছিল এক বিশেষ স্থান, সংস্কৃতি, ভাষা এবং ইতিহাসের লোক। ঈশ্বর তেমনই আমাদেরও এক বিশেষ জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিষয় দর্শন দেবেন। আমাদের তা আবিস্কার করতে হবে এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের দর্শনের বাধ্য হব।
- পৌল ম্যাসিডনিয়ার এক পুরুষের দর্শন পেয়েছিলেন যে দাঁড়িয়েছিল। এই ব্যক্তি পৌলের কাছে নিকৃষ্ট ছিল না । আমরা একে অন্যের ওপর চোখ রেখে তাকাবো। এই ব্যক্তি যার কাছে আমাদের সুসমাচার নিয়ে যেতে হবে যে আমাদের শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।
- পৌল ম্যাসিডনিয়ার এক পুরুষের দর্শন পেয়েছিলেন যে দাঁড়িয়ে ডাকছিল, "এখানে এসে আমাদের উপকার করুন!" এমন দশনই আমাদের চালিত করে, আমাদের শহরে, পাড়া, জাতি, গোষ্ঠী ও পরিবারে আমাদের যাওয়া উচিত।

আমাদের জগতের কাছে খ্রীষ্টকে আমাদের নিয়ে যাওয়া উচিত

গ। ঈশ্বরের দর্শন সর্বদা স্বর্গীয় নেতৃত্বের অন্তর্ভূক্ত যখন তিনি পৌলের কাছে মন্ডলীর উন্নয়নের জন্য তাঁর পরিকল্পনাকে প্রকাশ করেছেন।

- ম্যাসিডনিয়ার পুরুষ বদলে গিয়ে এক স্ত্রীলোক হয়েছিল। ফিলিপীর লুদিয়া এই পরিচর্যার সুযোগে সবচেয়ে বেশী গ্রহণকারী (প্রতুত্তর) ব্যক্তি হয়েছি।
- পৌল একজন স্ত্রীলোকের মধ্যে সবচেয়ে প্রতুত্তরকারী শ্রোতাদের দেখতে পেয়েছিলেন যারা নদীতীরে প্রার্থনা করছিল।

- পূর্বে এক ইহুদি ধর্মধামে মণ্ডলী শুরু যেমন হয়েছিল তা ব্যবহার করার পরিবর্তে বরং পৌল একটা ঘরে এই কাজ শুরু করেছিলেন।
- লুদিয়া, একজন দামী বেগুনিয়া কাপড় ব্যবসায়িনী, তিনি গৃহমণ্ডলীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
- মণ্ডলীর উন্নয়নের জন্য কৌশলগুলি পূর্বে প্রমাণিত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে।

ঘ) মণ্ডলী স্থাপনে মহৎ বলিদান আবশ্যক।

- পৌল ও সীলের পরিচর্যার প্রচেষ্টাগুলি অবশেষে তাদের কারাগারে বদ্ধ করেছিল। তারা স্বইচ্ছায় ব্যক্তিগত বলিদান করেছিল। তারা ঈশ্বরের পক্ষে তাঁর উদ্দেশে প্রশংসা গান করছিলেন (প্রেরিত ১৬:২৫)।
- আজ, মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ ও অনুগামীরা মণ্ডলী শুরু করার জন্য একই মূল্য দেন। এর জন্য অবশ্যই প্রচুর সময় নিয়ে প্রার্থনা, চোখের জল, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, অর্থ এবং কখনও কখনও নতুন মণ্ডলী স্থাপনের জন্য রক্তক্ষরণ।
- পৌল ও সীলের ব্যক্তিগত জটিলতা সত্ত্বেও, এক নতুন গৃহমণ্ডলী এমন ঘটনা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল যার নতুন পালক হয়েছিলেন ফিলিপীয় কারারক্ষক।

ঙ) আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বাস করা উচিত যেন আমরা আমাদের নানা পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাঁর বাসকারী পবিত্র আত্মার সচেতনাতা অনুভব করি।

- পৌল ও সীল এক ব্যক্তিগত ক্ষতিস্বরূপে তাদের মারধর খাওয়া ও রাতে কারাবাসকে দেখেননি। বরং তারা অনুভব করেছিলেন ঈশ্বরের আত্মা নেতিবাচক পরিস্থিতি সত্ত্বেও তাদের বিজয় দিচ্ছিলেন।
- পৌল ও সীল জানতেন তারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিলেন; তারা জানতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাদের জন্য যত্ন নেবেন।
- ফিলিপীয় কারাগারে ভূমিকম্পের আঘাত মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর আজও এমন ধরনের পরিস্থিতিতে যুক্ত থাকেন (প্রেরিত ১৬: ১৫-২৬)। তিনি আমাদের ভুলে যান না যখন আমাদের পরিচর্যার প্রচেষ্টাগুলি কঠিন হয়ে পড়ে।

- আমরা যখন প্রভুর বাধ্য হই ও তাঁর ইচ্ছা পালন করি, ঈশ্বরের নির্দিষ্ট সময়ে, প্রভু মহিমাময় পরাক্রমে হস্তক্ষেপ করবেন। যখন দুষ্ট ঈশ্বরে রাজ্যের অগ্রগতির বিরোধিতা করে, তখন ঈশ্বর শেষ কথা বলবেন।
- আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের রাজ্য গঠন বা অগ্রসর ঘটাতে পারি না, ঈশ্বর তাঁর রাজ্য গঠন করছেন।

দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণে, একটি মণ্ডলীর বিষয়ে আমাদের সংজ্ঞা এই ভাবে পাঠ করা হয়: যে কোন দল যারা নিয়মিত এক ঘোষিত সময়ে এবং জায়গায়, এক স্বীকৃত নেতা ও বার্তা বিন্যাসসহকার ও চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের মিশনসহকারে আত্মিক প্রতিপালন, আরাধনা বা নির্দেশলাভের জন্য মিলিত হয় তারা একটি মণ্ডলী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে এবং ডিস্ট্রিক ও সাধারণ মণ্ডলীর পরিসংখ্যানের (জেনারেল সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টদের) মত বিষয় বিবৃত হতে পারে, অন্য কথায়, একটা মণ্ডলী হল বিশ্বাসীদের একটা সমষ্টি, কোন ভবন বা সম্পত্তি নয়।

চ) মণ্ডলীর উন্নয়নের কৌশলগুলি সমগ্র মণ্ডলীর ইতিহাসে পরিবর্তিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী, মণ্ডলীর ইতিহাসে পরিবর্তিত হয়েছে।

- খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী, মণ্ডলীর ইতিহাসের প্রথম ২০০ বছরে কোন মণ্ডলী ভবন নির্মাণ করেনি।
- মণ্ডলীগুলির জন্য উৎসর্গীকৃত মণ্ডলী ভবন, সম্পত্তি এবং পূর্ণ সময়ের পালকের ধারণাগুলি পরে এসেছে।
- পবিত্র আত্মা এখন নতুন নতুনভাবে মণ্ডলীকে তুলে ধরতে মণ্ডলীকে চালিত করছেন।
- প্রতিটি মণ্ডলী একটি কন্যাসম মণ্ডলী স্থাপনের উৎসাহিত বোধকরে।
- এইসব কন্যাসম মণ্ডলীর ঘরে ঘরে বা অন্যান্য সুলভে স্থানে মিলিত হয়।
- প্রত্যেক পালক একজনসহ-পেশাযুক্ত পালককে সুদক্ষ পরামর্শ দেন যারা পরিচর্যাগত প্রশিক্ষণরত।
- কন্যাসম মণ্ডলী শুরু করতে এই নমুনায় কোন তহবিলের প্রয়োজন পড়ে না, অপেশাদার ব্যীক্তরা নতুন মণ্ডলীর সূচনায় সহায়তা করতে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে।

- এই নমুনা সুযোগ দেয় সারা জগতে নতুন নতুন জায়গায় ঈশ্বরকে তাঁর মণ্ডলীকে বৃদ্ধি করার; তাঁর কেবলমাত্র দরকার দশর্নটা ধরার মতো গ্রহণকারী হৃদয়, আহ্বানে সাড়া দেবে, এবং ঈশ্বরকে সুযোগ দেবে চালনা করতে।
- মণ্ডলীর উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল যীশু খ্রীষ্টের জন্য নতুন লোকদের কাছে পৌঁছানো।
- যীশু বলেছেন, "অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে; কেননা সেই জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি" (লুক ৪:৪৩)।
- আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের দূতস্বরূপ আমরা যারা মণ্ডলীর উন্নয়নে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করি।
- আমাদের প্রচেষ্টাগুলির লক্ষ্য নয় একটা সংস্থা বাঁচিয়ে রাখা।
- আমরা চাই যত বেশি সম্ভব মানুষেরা যীশু খ্রীষ্টের ত্রাণজনক জ্ঞান লাভ করুক।
- আমরা চাই এই নতুন বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হয়ে শিষ্য হবে।
- যীশু বলেছেন, "দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেচি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপত কর, শস্য এখনই কাটিবার মত শ্বেতবর্ণ হইয়াছে" (যোহন ৪:৩৫)

৬। রূপান্তর সংক্রান্ত নেতৃত্ব

ক) আমরা খ্রীষ্টসুলভভাবের এক নমুনার মাধ্যমে নেতাদের উন্নত করার চেষ্টা করি। যীশুই আমাদের দৃষ্টান্ত।

একজন রূপান্তরিত নেতাই হল এক খ্রীষ্টের মত নেতা।

খ) রূপান্তরিত নেতারা অনুগত ও নম্র।

- তারা যীশুখ্রীষ্টের অনুগামী যিনি স্বয়ং পিতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে বশীভূত করেছিলেন। (ফিলিপীয় ২:৫-৮)।
- তারা তাদের প্রার্থনার উত্তর পেতে এবং তাদের সমস্ত প্রয়োজন লাভ করার জন্য ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন (যোহন ১৫:৭)।
- তারা অন্যদের কর্তৃত্বের বশীভুত হয় এবং নিজেদের বিষয়ে কম ভাব (ইফিষীয় ৫:২১)।

গ) রূপান্তরিত নেতারা হলেন দাস।

- তারা যীশুখ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যিনি সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছিলেন (মার্ক ১০:৪৫, মথি ২০:২৮)।

- তারা এমন দাসত্বের ভাব ও আচরণ থেকে নেতৃত্ব দেন (ফিলিপীয় ২ অধ্যায়)।

ঘ) রূপন্তরিত নেতারা দুরদর্শী।

- "দর্শনের অবাবে প্রজারা বিনষ্ট হয়" (হিতোপদেশ ২৯: ১৮)।
- "তখন সদাপ্রভু উত্তর করিয়া আমাকে বলিলেন, 'এই দর্শনের কথা লিখ, সুস্পষ্ট করিয়া ফলকে খুদ" (হবক্কুক ২:২)।

- যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শনের একটি ছবি এঁকেছিলেন, আমাদেরও তেমনটাই করা উচিত যেন প্রত্যেকে স্পষ্টরূপে বুঝতে পারে।
- এই বৈশিষ্ট্য হল অনুগামী ও নেতাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র (পৃথিক) ব্যাপার। দূরদর্শী নেতারা মন্ডলী ও সম্প্রদায়গুলির জন্য ঈশ্বরের দর্শনের অনুসন্ধান করেন এবং অন্যদের কাছে সেই দর্শন তুলে ধরেন।

ঙ) রূপন্তরিত নেতারা কৌশলগতভাবে চিন্তা করেন।

- তারা ঈশ্বরে রাজ্যে যন্ত্রস্বরূপ করতে তাদের সম্প্রদায়ের জন্য দর্শনটা ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা থাকে।
- তারা আমাদের সময়ের পরিস্থিতিসমূহ বোঝে এবং ইষাখরের সন্তানদের মত তারা বাইবেল সম্মত উত্তরগুলি খুঁজে পায় (১বংশাবলি ১২: ৩২)
- তারা সেইসমস্ত প্রাণগুলোকে দেখতে পায় যাদের ঈশ্বরের রাজ্যে অবশ্যই জয় করে আনতে হবে।
- তারা দর্শনটাকে কার্যকরী পদক্ষেপে রূপায়িত করে যা বিশ্বাসীদের শস্যক্ষেত্রে পাঠাতে চালিত করে।
- তারা দর্শন ও মিশনকে সরল করতে সক্ষম কিন্তু তা হল কার্যকরী রাজ্যের পরিকল্পনাসমূহ (লুক ১৪:২৮-৩০)।

চ) রূপান্তরিত নেতারা হলেন দলগঠনকারী।

- যীশুই আমাদের আদর্শ; তিনি একটা দল গঠন করিছিলেন এবং সেটাকে শক্তিশী করেছিলেন, বরং তাঁর দ্বারাই সকল কাজ হয়েছে (মথি ১০ অধ্যায়)।
- যীশুর শিষ্যরা সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু তারাই জগৎকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন (প্রেরিত ১৭:৬)।

- রূপান্তরিত নেতারা দল তৈরী করে যা ঈশ্বরের রাজ্যের কাজে মণ্ডলীতে প্রত্যেককে যুক্ত করে।

ছ) রূপান্তরিত নেতারা করুণায় দৃঢ়তাপূর্ণ

- যখন যীশু তাঁর শিষ্যদের সুসমচার প্রচার কাজে প্রথম পাঠান, তিনি তাদের "সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অমায়িক" হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (মথি ১০:১৬)।
- রূপান্তরিত নেতাদের অবশ্যই জানা উচিত কীভাবে অনুগ্রহ ও ব্যবস্থা, ন্যায়বিচায় ও করুণা, পবিত্রতা সহকারে সকলই ভারসাম্য করতে হয়।
- তাদের অবশ্যই বুদ্ধিমানের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হওয়া উচিত যারা যথাযোগ্যভাবে তাদের সিদ্ধান্তে স্থির থাকে।
- যাইহোক, তাদের সিদ্ধান্তগুলি করুণার মাধ্যমে কার্যকরী হওয়া উচিত।
- তাদের প্রেমে সত্য কথা বলা উচিত (ইফিষীয় ৪:১৫)।

জ)রূপান্তরিত নেতারাস্পষ্টরূপে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

- যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালীন প্রায়ই বলতেন "যাহার কান থাকে, সে শুনুক" (মথি ১৩:৪৩)। যীশু চাইতেন তাঁর অনুগামীরা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং অটলভাবে শুনুক।
- রূপান্তরিত নেতারা যীশুখ্রীষ্টের মত একই স্বচ্ছতায়ও সঠিকভাবে কথা বলবেন।
- রূপান্তরিত নেতারা স্পষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ও জাগ্রত করার যোগাযোগ স্থাপনের গুরুত্ব বোঝে: "বস্তুত তুীর ধ্বনি যদি অস্পষ।ট হয়, তবে কে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জ হইবে?" (১ করিন্থীয় ১৪:৮)।

ঝ) রূপান্তরিত নেতারা রাজ্যকে নেতৃত্ব দিতে আগামী প্রজন্মকে তুলে আনতে অন্যদের শক্তিশালী করে।

- যিহোশূয়ের নেতৃত্বে ধরন পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের আনতে ব্যর্থ হয়েছিল; তিনি কেবলমাত্র তাঁর প্রজন্মকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ২:১০)।
- রূপান্তরিত নেতারা তাদের ভোগদখলের জন্য সাম্রাজ্য তৈরী করে না তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রজন্মকেই প্রশিক্ষণ দেয়।
- তারা সুদক্ষ পরামর্শদাতাদের চিহ্নিত করে, প্রশিক্ষণ দেয় ও গড়ে তোলে যারা ঈশ্বরের রাজ্যের স্বার্থে নেতাদের পরিপক্ক করে, শক্ষিশালী করে এবং যুক্ত করে।

- নেতৃত্বের উত্তরাধিকার ব্যতীত কোন নেতৃত্ব সফল নয়। "আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য ান্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে" (২ তীমথিয় ২:২)।

৭। উদ্দেশ্যপূর্ণ করুণা (অনুকম্পা)

ক) উদ্দেশ্যপূর্ণ করুণা ঈশ্বরের প্রেমময় হৃদয় প্রদর্শন করে।

- ঈশ্বর জগতে তাঁর পুত্রকে পাঠাচ্ছেন এবং যীশুর মানবজাতির পক্ষে মৃত্যু হল ভালবাসা ও করুণার চূড়ান্ত উপহার।
- যোহন ৩: ১৬-১৭ পদ আমাদের বলে ঈশ্বর তাঁর উপচে পড়া ভালবাসা থেকে তাঁর পুত্রকে দিয়েছেন যেন আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। একইভাবে, ১ যোহন ৩:১৬-১৭ পদ আমাদের বলে মানজাতির জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিশ্বাসীদের করুণার প্রকৃত কাজগুলি প্রকাশিত হয়েছে।
- যীশুর জীবন, পরিচর্যা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান এমন এক ব্যক্তিকে বর্ণনা করে যিনি অন্যদের পক্ষেও জগতের পক্ষে ভালবেসে এগিয়ে গেছেন (মথি ৯:৬)।

খ) উদ্দেশ্যমূলক করুণা সর্বদা যীশুর নামে করা হয়ে থাকে।

- যীশু হলেন আমাদের করুণার আদর্শ। সুসমাচারগুলিতে, যীশু মানবজাতির জন্য "দুঃখভোগ করতে" তাঁর অন্তরতম সত্তায় আলোড়িত হয়েছিলেন।
- যীশু বিশেষভাবে তাদের জন্য ভালবাসা ও যত্নে করুণায় বিগলিত হয়েছিলেন যারা গরীব, হারিয়ে যাওয়া মানুষ, অসুস্থ, প্রান্তিক অসহায়।
- সম্পূর্ণ ঈশ্বর ও সম্পূর্ণ মানুষ, উভয়ই, কীভাবে জীবনযাপন করতে হয় এবং কিভাবে ভালবাসতে হয় তার আদর্শ হলেন আমাদের যীশু।

আমরা যীশুর নামে সেবা, দানশীলতা বা করুণার প্রতিটি কাজ করি এবং যীশুর ভালবাসাকে প্রকাশ করতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টগুলিকে প্রদান করি।

গ) উদ্দেশ্যমূলক করুণা প্রত্যেক মানুষের মর্যাদাকে সম্মান করে।

- ঈশ্বরের লোকেরা এমন এমনভাবে যীশুর নামে আশা, ভালবাসা ও সাহায্য প্রদান করে যা প্রতিটি ব্যক্তিকে সেইভাবে সম্মান করে যে ঈশ্বরের সৃষ্টিস্বরূপ, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মিত।
- খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের ভালবাসা বিস্তারের চেয়ে করুণার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

গ) উদ্দেশ্যমূলক করুণা স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে প্রবাহিত হয়।

- মণ্ডলীকে বলা হয় জগতে ঈশ্বরের নিজস্ব ভালবাসা ও করুণার মূর্ত প্রকাশ।
- করুণার কাজ কখনই মানবীয় প্রচেষ্টা বা কেবলমাত্র সামাজিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সম্পূর্ণ হয় না।
- খ্রীষ্টের দেহ হিসেবে, আমাদের করুণার আহ্বান এক পরিপূর্ণভাবে জীবন সকল ক্ষেত্রে স্পষর্শ করে যা যশুর জীবন ও পবিত্র আত্মার চালনার দ্বারা গঠিত হয়।
- পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের হৃদয় পরিবর্তন করেন, পবির্তে যারা আমাদের জগতে পার্থিব, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসে।
- প্রতিটি উপাসকবৃন্দের জীবন ও পরিচর্যায় করুণা সম্পূরক ও সক্রিয় পন্থাস্বরূপ হবে।

ঙ) উদ্দেশ্যপূর্ণ করুণা হল আমাদের ওয়েসলীয় পূর্ণাঙ্গ বা সামগ্রিক পরিচর্যার সংজ্ঞা।

- আমরা জগতে গিয়ে প্রভুকে ভালবাসতেও সেবা করতে ঈশ্বর পিতা কর্তৃক প্রেরিত ও পবিত্র আত্মার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত।
- আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে পবিত্র আত্মার শক্তিতে পিতা ইতিমধ্যেই কাজ করছেন এবং এই সৎ কাজ পাশে থাকার জন্য আমরা আহূত।
- প্রকৃত সুসমচার প্রচার আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের জীবনে প্রবেশ করবে এবং জড়িত হওয়ার আহ্বান ও সমর্পণ বয়ে আনে।
- যীশুর নামে, আমরা দুঃখভোগ ও ভগ্ন অবস্থার নিকটবর্তী হই এবং আমরা যারা অভাবী, প্রান্তিক এবং অসহায়, তাদের জীবনে আরোগ্য, আশা, শান্তি এবং ভালবাসা বয়ে আনার চেষ্টা করি।
- আমরা প্রেমপূর্ণ বন্ধুত্ব ও সমাজে একে অন্যের কাছাকাছি আসি, যা সামাজিক পরিস্থিতিগুলি বয়ে আনে। এটও হল কীভাবে ঈশ্বরের খ্রীষ্টের দেহকে গড়েন ও বৃদ্ধি করেন।

চ) উদ্দেশ্যপূর্ণ করুণা এক ভগ্নচূর্ণ জগতকে মুক্ত করতে ঈশ্বরের মিশনের প্রতি আমাদের সমর্পণের এক বাহ্যিক প্রকাশ হিসেবে আমাদের জীবন থেকে প্রবাহিত হয়।

- আমরা ঈশ্বরের মতোই একইভাবে ভগ্নচূর্ণ ও আঘাতপ্রাপ্ত মানবজাতির প্রতি দেখতে, শুনতে ও প্রত্যুত্তরের চেষ্টা করি।
- আমরা আমাদের প্রাপ্তিসাধ্য সমস্ত সম্পদ বিনিয়োগ করে মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করতে চেষ্টা করি এবং জগতে এবং জগতের জন্য ঈশ্বরের পুনরুদ্ধার, সম্পূর্ণতা, পরিত্রাণ ও শান্তির পরিকল্পনার অণ্বেষণ করি।
- আমরা চক্রাকারে সমাজের পদ্ধতিগুলিকে মেরামত করতে পুনরায় চেষ্টা করি, যা সমাজে অবিচারের কাঠামোগুলি সৃষ্টি করে যা আমাদের জগতে লোকদের নিপীড়ন ও পদ্ধতিগত দুষ্টতা বয়ে আনে এবং আমরা যীশুর নামে ওই কাজ করি।
- প্রভুর মিশন পূরণ করার কাজে সাহায্য করতে এবং ঈশ্বরের গৌরব বয়ে আনতে অনুসন্ধান করি (মীখা ৬:৮)।

আমাদের ওয়েসলীয় ঈশ্বতত্ত্ব

পরিবর্তনকারী অনুগ্রহের অলৌকিক কাজ

"অনুগ্রহ যা হলো সকল পাপের চেয়ে মহত্তর।" কেমন এক অত্যাশ্চর্য চিন্তা! আর সেটাই হল স্তোত্রগীতের প্রথম পংক্তি। যীশুতে, ঈশ্বর মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলেন এবং নিজের সঙ্গে জগতকে সম্মিলিত করতে চুড়ান্ত ভূমিকা নিয়েছিলেন (যোহন ৩:১৫-১৬; রোমীয় ১:১-১৬)। আমরা যখন পাপী ছিলাম, ঈশ্বর পাপের "প্রায়শ্চিত্তার্থক বলিরূপে" তাঁর পুত্রকে দান করেছেন (রোমীয় ৩:২৫)। সমস্ত সৃষ্টির প্রভু নিজের ওপরেই জগতের পাপ তুলে নিয়েছেন এবং আমাদের সকলের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছেন।

খ্রীষ্ট যীশুতে, ঈশ্বরের ধার্মিকতা- তাঁর পরিত্রাণ প্রকাশিত হয়েছে (রোমীয় ৩:২১)। এই কাজের জন্যই নয় কি, সমগ্র মানবজাতি অসহায়ভাবে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (ইফিষীয় ১:৫-২:১০)। ঠিক যেমন, যে সমস্ত শক্তি আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেগুলি পরাজিত হয়েছে (কলসীয়২:১৫)। এখন "যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে" (রোমীয় ৩:২২) আমরা মুক্ত হই (রোমীয় ৮:২)।

নতুন নিয়ম ঈশ্বরের উদ্দেশে একটি সর্বকালের প্রশংসাগীত রচনা করেছে যিনি তাঁর অপর ধন আমাদের ওপরে ঢেলে দিয়েছেন (ইফিষীয় ১:৬-১০)। খ্রীষ্টে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে এবং যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ

করে তারা খ্রীষ্টেতে পূর্ণতা লাভ করে। কল ২:৮-১৫)। ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপকারগুলি পরীক্ষার পর, পৌল বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ!" (রোমীয় ১১:১৩)। সেই ধনাঢ্যতার কিছু চিহ্নিত করতে পারা যায়: পাপের ক্ষমা, আমাদের মধ্যে বাসকারী ঈশ্বরের আত্মা, খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে গড়ে ওঠা, অনন্ত জীবন, ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধি পবিত্রীকরণ, মণ্ডলীর সহভাগিতা, এবং প্রভুর পুনরাগমনেরর জন্য প্রত্যাশা।

যখন যীশু বলেছিলেন, যা বহু মানুষ শুনেছিল বাস্তবিক তা ছিল "শুভ সংবাদ", যেমন ঈশ্বর বিনামূল্যে তাঁর সঙ্গে পাপীদের পুনর্মিলিত করেন। এমনকি একজন ঘৃণিত করগ্রাহক অথবা ব্যভিচারে ধৃত এক স্ত্রীলোক, ঈশ্বরের প্রেমের কথা শুনে, অনুতাপ করতে পারে, ক্ষমা পেতে পারে এবং অনন্ত জীবন লাভ করে। ঈশ্বর নিজেকে স্বাধীনভাবে তাদেরকে দেন যারা তাঁর আনুকুল্য লাভ করতে তাদের নিজেদের অক্ষমতাকে স্বীকার করে (লুক ১৫ অধ্যায়)।

এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়ার বহু পূর্বে, পবিত্র আত্মা কাজ করছিলেন, পরিত্রাণের প্রতি আমাদেও আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন। গীতকার বলেন, এমন কোন স্থান নেই যেখানে ঈশ্বরের রব শোনা যাবে না (গীতসংহিতা ১৯:৩)। পৌল আমাদের বলেন, প্রতি মুহূর্তে, সমগ্র সৃষ্টি তার স্থিতি লাভের জন্য খ্রীষ্টের ওপর নির্ভর করে (কলসীয় ১:১৫-১৭)। যোহন ঘোষণা করেন যে, খ্রীষ্ট প্রত্যেককে আলোকিত করেন (যোহন ১:৯)।

নানাভাবে সৃষ্টিশীলতা ও ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার দ্বারা কেবলমাত্র সমন্বয় করে পবিত্র আত্মা সুসমাচারের জন্য পথসকল খোলার জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক ইতিহাস উভয়ক্ষেত্রেই কাজ করেন। তিনি ব্যাপক সুসমাচার প্রচারের আগেই যান এবং লোকদের শুনতে প্রস্তুত করেন এবং আশা করা হয় তারা গ্রহণ করবে- শুভ সংবাদ।

অতীতের দিকে ফিরে, সমস্ত খ্রীষ্টীয়ান একটা পদ্ধতির ওপর জোর দিতে পারে যার দ্বারা ঈশ্বরের আত্মা তাদেরকে খ্রীষ্টীয় মুক্তিতে এনেছেন। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের এই প্রস্তুতিমূলক দিক্‌টাকে "অগ্রগামী অনুগ্রহ" অথবা যে অনুগ্রহ আগে আগে যায় বলে উল্লেখ করি।

ঈশ্বর আমাদের পক্ষে। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে যা কিছু সাধন করেছেন এখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তিনি তা আমাদের প্রদান করেন। বাস্তবিক, সমগ্র সৃষ্টি পরিত্রাণ থেকে উপকৃত হয় যা পিতা তাঁর পুত্রে সাধন করেছেন (রোমীয় ৮:১৯-২৫)। ধার্মিকতা বা নির্দোষিতা হল সেই নাম আমরা যাকে করুণার কাজ বলি যার দ্বারা ঈশ্বর প্রকৃতই পাপীদের ক্ষমা করেন এবং নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেন। ধার্মিকতা বা নির্দোষিতা-ঈশ্বরে আনুকুল্যের প্রতি ফিরে আসে- তা কেবলই অনগ্রহে বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়।

ধার্মিকতা বা নির্দোষিতা হল ঈশ্বরের ত্রানকারী কাজের একটি দিক বা মাত্রা। দ্বিতীয় উপকার হল ঈশ্বরের আত্মা একজন অনুতপ্তপাপীর জীবনে ঈশ্বরের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রকৃতই তার অন্তরে বাস করেন। সে (পুং/স্ত্রী) নতুন জন্ম লাভ করে- ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা- পুনর্জাত। নতুন নিয়ম আত্মিক জীবনের এই নতুন উপলব্ধিকে বলে এক সৃষ্টি, এক নতুন জন্ম, উর্দ্ধ থেকে জাত, অনন্ত জীবন, ঈশ্বরের রাজ্য প্রবেশ, জীবনের নতুনতায় চলা এবং ঈশ্বরের আত্মায় জীবন।

ভাষা যাইহোক না কেন, স্বর্গীয় অনুগ্রহের অলৌকিক কাজ দ্বারা, পবিত্র আত্মা প্রকৃতই খ্রীষ্টীয়ানের জীবনে থাকার স্থান নেন এবং রূপান্তরকে কার্যকর করেন। একদা যেখানে ছিল মৃত্যু, এখন সেখানে জীবন; একদা যা ছিল যুদ্ধ এখন ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধি, যেখানে ছিল হতাশা এখন সেখানে আশা। নতুন নিয়ম ঘোষণা করে: "ফলত হে যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নতুন সৃষ্টি হইল; পুরতান বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নুতন হইয়া উঠিয়াছে। আর সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে" (২ করিন্থীয় ৫:১৭, ১৮ক)।

নতুন নিয়ম খ্রীষ্টীয়ানদের "খ্রীষ্টেতে" থাকার কথা এবং তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের থাকার কথা বলে। আরেক দিকে, খ্রীষ্টীয়ানরা এখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত, কারণ বিশ্বাস দ্বারা তারা এখন "খ্রীষ্টেতে" (রোমীয় ৮:১), তাঁতেই যিনি পিতার সঙ্গে অনুতপ্ত পাপীদের সম্মিলিত করেন।

কিন্তু নতুন নিয়ম আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টকে "গৌরবের প্রত্যাশা" স্বরূপও বলে (কলসীয় ১:২৭)। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, পুনরত্থিতি খ্রীষ্ট-তাঁর লোকদের মধ্যে- তাঁর জীবন- তাঁকে প্রদান করেন। তিনি তাদের মধ্যে বাস করেন এবং তাদের মধ্যে আত্মার ফল ফলান (গালাতীয় ৫:২২-২৩)।

“কিন্তু” অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, “বাস্তবসম্মত, একজন খ্রীষ্টীয়ান হিসেবে আমি কি প্রকার আত্মিক জীবন আশা করতে পারি? পুরানো পাপময় অভ্যাসগুলির টান কি আমার জীবনে তবুও কার্যকারী হবে না? অথবা, ঈশ্বরের আত্মা এখন আমার অন্তরে এক উত্তম জীবন দান করবে? ” নতুন নিয়মই উত্তর দেয়; “যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান” (১ যোহন ৪:৪)।

যে শক্তি মৃত্যু থেকে যীশু খ্রীষ্টকে উত্থাপিত করেছে- মৃত্যু, নরক, পাপ ও কবরের উপর তাঁকে বিজয়ী করেছে- সেটাই পবিত্র আত্মার দ্বারা এখন আমাদের অন্তরে কাজ করে (ইফিষিয় ১:১৯)! একদা পাপ ও মৃত্যুর পুরনো ব্যবস্থা শাসন করেছে। কিন্তুএখন “খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে” রোমীয় ৮:২)।

সমস্ত খ্রীষ্টীয়ানদের জন্য আনন্দঘন রীতি হল তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়, তারা মাংস অনুসারে জীবন যাপন করে না কিন্তু আত্মার অনুসারে (রোমীয় ৮:১-৮)। আপনি কি আপনার জীবনে ঈশ্বরের রূপান্তরকারী অনুগ্রহের অলৌকিক কাজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন?

আমাদের বিশ্বাস সূত্র

ভূমিকা

আমরা যাতে ঈশ্বর দত্ত অধিকার, পবিত্রগণের কাছে একবারেই সমর্পিত বিশ্বাস, বিশেষত অনুগ্রহের দ্বিতীয় কাজ হিসেবে সমগ্র পবিত্রকরণের শিক্ষা বা মতবাদ ও অভিজ্ঞতা অপরিবর্তিত রাখতে পারি এবং ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের কাজে যীশু খ্রীষ্টের মন্ডলীর অন্যান্য শাখাগুলির সাথে ফলপ্রসুভাবে সহযোগিতা করতে পারি, আমরা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের সেবকবৃন্দ ও সাধারণ সদস্যরা, আমাদের প্রতিষ্ঠিত সংবিধানিক আইনের নীতিসমূহ অনুসারে, দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের মৌলিক আইন অথবা সংবিধান, বিশ্বাসসূত্র, খ্রীষ্টীয় চরিত্রের অঙ্গীকার চুক্তি এবং সংগঠন ও সরকারের বিশ্বাসসূত্র হিসেবে যার্জকদের কর্মভার অর্পণ করি, পরিবর্তন করি এবং নিরূপণ করি যা কিনা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১। ত্রিত্ব ঈশ্বর

১। আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি এক অনন্তকালীন, অস্তিত্বকারী, অসীম ঈশ্বর, সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকারীকে; তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, প্রকৃতি, গুণ, এবং উদ্দশ্যে পবিত্র। ঈশ্বর যিনি পবিত্র, প্রেম এবং আলো, অপরিহার্য সত্তার মধ্যে ত্রিত্ব ঈশ্বর, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছেন।

(আদিপুস্তক ১অধ্যায়; লেবীয় ১৯:২; দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৫, যিশাইয় ৫:১৬; ৬:১-৭; ৪০:১৮-৩১; মথি ৩:১৬-১৭; ২৮:১৯-২০; যোহন ১৪:৬-২৭; ১ করিন্থীয় ৮:৬;২ করিন্থীয় ১৩:১৪; গালাতীয় ৪:৪-৬; ইফষীয় ২:১৩-১৮; ১ যোহন ১:৫; ৪:৮)

২। যীশু খ্রীষ্ট

২। আমরা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি, যিনি ত্রি-এক ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি; তিনি পিতার সাথে অনন্তকালীন এক ছিলেন; তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং কুমারী মরিয়মের থেকে জন্মেছিলেন, যেন দুটি সমগ্র এবং নিখুঁত প্রকৃতি, অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব ও মানুষ্যত্ব এক ব্যক্তিতে প্রকৃত ঈশ্বর ও মানুষ, স্ব-মানবে সংযুক্ত হয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন, এবং তিনি সত্যিই মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং আবার তাঁর দেহ ধারণ করেছিলেন, মানুষের প্রকৃতির ত্রুটিহীনতার প্রতি কাছে সমস্ত জিনিসের সাথে একসঙ্গে সংযুক্তি থাকছে, যেখানে তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছেন এবং সেখানে আমাদের জন্য বিনতি জানতে রত আছেন।

(মথি ১:২০-২৫; ১৬: ১৫-১৬; লুক ১:২৬-৩৫; যোহন ১: ১-১৮; প্রেরিত ২:২২-৩৬; রোমীয় ৮ : ৩, ৩২-৩৪; গালাতীয় ৪:৪-৫; ফিলিপীয় ২:৫-১১; কলসীয় ১:১২-২২; ১ থীমথিয় ৬:১৪-১৬; ইব্রীয় ১:১-৫; ৭:২২-২৮; ৯:২৪-২৮; যোহন ১:১-৩;৪:২-৩, ১৫)

৩। পবিত্র আত্মা

আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি ত্রিত্ব ঈশ্বরের তৃতীয় ব্যক্তি, তিনি সর্বদা উপস্থিত আছেন এবং ফলপ্রসুভাবে খ্রীষ্টের মণ্ডলীর মধ্যে এবং সাথে সক্রিয় আছেন, পাপের জগতকে চেতনা দেন যারা অনুতাপ করে এবং বিশ্বাস করে তাদের নতুন সৃষ্টি করছেন, বিশ্বাসীদের পবিত্র করছেন, এবং যীশুতে যেমন আছে তেমন সমস্ত সত্যের মধ্যে চালনা করছেন।

(যোহন ৭:৩১; ১৪:১৫-১৮, ২৬; ১৬:৭-১৫; প্রেরিত ২:৩৩; ১৫:৮-৯; রোমীয় ৮:১-২৭; গালাতীয় ৩:১-১৪; ৪:৬; ইফষীয় ৩:১৪-২১; ১ থিষলনীয়কীয় ৪:৭-৮;২ থিষলনীয়কীয় ২:১৩; ১ পিতর ১:২; ১ যোহন ৩:২৪;৪:১৩)

৪। পবিত্র শাস্ত্র

৪। আমরা পবিত্র শাস্ত্রের সম্পূর্ণ প্রেরণীয় বিশ্বাস করি যার দ্বারা আমরা পুরাতন ও নতুন নিয়মের ৬৬টি পুস্তক বুঝতে পারি, যা ঐশ্বরিক প্রেরণার দ্বারা দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে আমাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অভ্রান্তরূপে প্রকাশ করে, যেন এর মধ্যে যা দেওয়া হয় নি তা যেন বিশ্বাসসূত্র হিসাবে যোগ না করা হয়।

(লূক ২৪:৪৪-৪৭; যোহন ১০:৩৫; ১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪; ২ তীমথিয় ৩:১৫-১৭; ১ পিতর ১:১০-১২; ২ পিতর ১:২০-২১)

৫। পাপ, মূল এবং ব্যক্তিগত

৫। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রথম পিতামাতার অবাধ্যতার মাধ্যমে জগতে পাপ প্রবেশ করেছিল এবং পাপের দ্বারা মৃত্যু এসেছিল। আমরা বিশ্বাস করি পাপ দুইরকমের: মূল পাপ বা নৈতিক বিচ্যুতি, এবং প্রকৃত বা ব্যক্তিগত পাপ।

৫.১। আমরা বিশ্বাস করি যে মূল পাপ বা নৈতিক বিচ্যুতি, আদমের সমস্ত বংশধরদের প্রকৃতির দোষ যে কারণের দ্বারা প্রত্যেকে আমাদের প্রথম পিতামাতার সৃষ্টির সময় তাদের পবিত্র অবস্থা বা মূল ধার্মিকতা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, ঈশ্বরের বিরোধী-হয়েছে, আত্মিক-জীবনবিহীন, এবং অনবরত মন্দের প্রতি প্রবৃত্ত হয়ে চলেছে। আরও বিশ্বাস করি যে, মূল পাপ পবিত্রীকরণের নতুন জীবনের সাথে অস্তিত্ব থেকে যায়, যতক্ষণ না পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়।

৫:২। আমরা বিশ্বাস করি যে মূল পাপ প্রকৃত পাপ থেকে ভিন্ন হয় যেখানে তা প্রকৃত পাপের প্রতি এক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রবণতা গঠন করে যার জন্য কেউ-ই দায়বদ্ধ নয় যতক্ষণ না স্বর্গীয় প্রতিবিধানের ব্যবস্থাকে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

৫:৩। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রকৃত বা ব্যক্তিগত পাপ হল একজন নৈতিকভাবে দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞাত নিয়ম স্বেচ্ছায় অমান্য করা। এতএব এটা খাঁটি আচরনের মান যা পতনের অবশিষ্ঠ ফলাফল, তা থেকে অনিচ্ছাকৃত ও অবশ্যম্ভাবী ত্রুটিগুলি, দূর্ভলতাগুলি দোষগুলি, ভুলগুলি, ব্যর্থতাগুলি, অথবা অন্যান্য ভ্রষ্টতাগুলির

পার্থক্য বুঝতে অক্ষম হওয়া উচিত নয়। কাজেই এ প্রকার নির্দোষ ফলাফলগুলি খ্রীষ্টের আত্মার বিপরীত আচরণ বা প্রত্যুত্তরগুলি যোগ করে না, যা উপযুক্তভাবে আত্মায় পাপগুলি বলা যেতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে ব্যক্তিগত পাপ মূলগতভাবে এবং অপরিহার্যভাবে প্রেমের নিয়মের অমান্যতা; এবং যা খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত পাপকে অবিশ্বাস হিসাবে ধরা যেতে পারে।

(মূল পাপ: আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়: ৬:৫; ইয়োব ১৫:১৪; গীতসংহিতা ৫১:৫; যিরমিয় ১৭:৯-১০; মার্ক ৭:২১-২৩; রোমীয় ১:১৮-২৫; ৫:১২-১৪; ৭:১-৮; ৯;১ করিন্থীয় ৩:১-৪; গালাতীয় ৫:১৬-২৫, ১ যোহন ১:৭-৮।

ব্যক্তিগত পাপ: মথি ২২:৩৬-৪০ (১ যোহন ৩:৪ পদসহ); যোহন ৮:৩৪-৩৬; ১৬: ৮-৯; রোমীয় ৩:২৩; ৬:১৫-২৩; ৮:১৮-২৪; ১৪:২৩; ১ যোহন ১:৯-২:৪; ৩:৭-১০)

৬। প্রায়শ্চিত্ত

৬। আমরা বিশ্বাস করি যে যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর দুঃখভোগের দ্বারা, তাঁর নিজের রক্ত পাতিত করার দ্বারা, এবং ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর দ্বারা সব মানুষের পাপের জন্য সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, এবং এই প্রায়শ্চিত্ত-ই পরিত্রাণের একমাত্র ক্ষেত্র, এবং এটা আদমের বংশের প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষের জন্য যথেষ্ট। দায়িত্বহীনদের যারা নৈতিক দাযিত্ব রক্ষায় অক্ষম তাদের পরিত্রাণের জন্য এবং অজ্ঞানতায় শিশুদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ক্ষমাশীলতায় সক্ষম কিন্তু তাদের পরিত্রাণের জন্য সক্ষম যারা দায়িত্বপূর্ণতার বয়সে পৌঁছায় কেবলমাত্র যখন তারা অনুতাপ এবং বিশ্বাস করে।

(যিশাই ৫৩:৫-৬, ১১: মার্ক ১০:৪৫; লুক ২৪:৪৬-৪৮; যোহন ১:২৯; ৩:১৪-১৭; প্রেরিত ৪:১০-১২; রোমীয় ৩:২১-২৬; ৪:১৭-২৫; ৫:৬-২১; ১ করিন্থীয় ৬:২০; ২ করিন্থীয় ৫:১৪-২১; গালাতীয় ১:৩-৪; ৩:১৩-১৪; কলসীয় ১:১৯-২৩; ১ তীমথিয় ২:৩-৬; তীত ২:১১-১৪; ইব্রীয় ২:৯; ৯:১১-১৪; ১৩:১২; ১ পিতর ১:১৮-২১; ২:১৯-২৫; ১ যোহন ২:১-২)

৭। অগ্রবর্তী অনুগ্রহ

৭। আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বরের সাদৃশ্য মানবজাতির সৃষ্টির মধ্যে আছে ঠিক ও ভুলের মধ্যে মনোনয়ন করার ক্ষমতা, এবং এইরূপে মানব সত্তাকে নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল করে তৈরী করা হয়েছিল; যে আদমের পতনের মাধ্যমে তারা নৈতিকভাবে কলুষিত হয়েছিল যেন তারা এখন তাদের নিজের স্বাভাবিক শক্তি এবং কাজের দ্বারা ঈশ্বরের বিশ্বাস করতে এবং ডাকতে

নিজেরা ফিরে আসতে এবং প্রস্তুত করতে পারে না। কিন্তু এটাও বিশ্বাস করি, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সমস্ত মানুষের উপর বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে, তাদের সকলকে সক্ষম করা হচ্ছে যারা পাপ থেকে ধার্মিকতার দিকে ফিরবে, পাপ থেকে ক্ষমা এবং ধৌত হওয়ার জন্য যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করবে, এবং ভাল কাজগুলি করবে যা তাঁর দৃষ্টিতে প্রীতিজনক এবং গ্রহণযোগ্য।

আমরা বিশ্বাস করি, সব মানুষ, যদিও তারা নতুন জন্মের এবং সমগ্র শুচিকরণের অভিজ্ঞতার অধিকারী, তথাপি অনুগ্রহ থেকে পতিত হতে পারে এবং নিজের মত ত্যাগ করতে পারে, আর যদি তারা তাদের পাপের বিষয়ে অনুতপ্ত না হয়, তবে আশাহীনভাবে এবং অনন্তকালীনভাবে হারিয়ে যাবে।

ঈশ্বরের মত এবং নৈতিক দায়িত্ব: আদিপুস্তক ১:২৬-২৭; ২:১৬-১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১-২; ৩০:১৯; যিহোশূয় ২৪:১৫; গীতসংহিতা ৮:৩-৫; যিশাইয় ১:৮-১০; যিরমিয় ৩১:২৯-৩০; যিহিষ্কেল ১৮:১-৪; মীখা ৬:৮; রোমীয় ১:১৯-২০; ২:১-১৬; ১৪:৭-১২; গালাতীয় ৬:৭-৮। স্বাভাবিক অক্ষমতা: ইয়োব ১৪: ৪; ১৫:১৪; গীতসংহিতা ১৪: ১-৪, ৫১:৫; যোহন ৩:৬ক; রোমীয় ৩:১০-১২; ৫:১২-১৪, ২০ক; ৭: ১৪-২৫। বিনামূল্যে অনুগ্রহ এবং বিশ্বাসের কাজ: যিহিষ্কেল ১৮:২৫-২৬; যোহন ১:১২-১৩; ৩: ৬খ; প্রেরিত৭ ৫:৩১; রোমীয় ৫:৬-৮, ১৮; ৬:১৫-১৬, ২৩; ১০:৬-৮; ১১:১২; ১ করিন্থীয় ২:৯-১৪; ১০: ১-১২; ২ করিন্থীয় ৫:১৮-১৯; গালাতীয় ৫:৬; ইফিষীয় ২:৮-১০; ফিলিপীয় ২:১২-১৩; কলসীয় ১:২১-২৩; ২ তমথিয় ৪: ১০ক; তীত ২:১১-১৪; ইব্রীয় ২: ১-৩; ৩:১২-১৫; ৬:৪-৬; ১০: ২৬-৩১; যাকোব ২:১৮-২২; ২ পিতর ১:১০-১১; ২:২০-২২)

৮। অনুতাপ

৮। আমরা বিশ্বাস করি যে অনুতাপ, পাপের বিষয়ে মনের এক আন্তরিক এবং সম্পূর্ণ পরিবর্তন, যেখানে ব্যক্তিগত দোষের এবং পাপ থেকে স্বেচ্ছায় ফিরে আসার অনুভূতি নিয়োজিত আছে, যা তাদের সকলের কাছ থেকে চাওয়া হয় যারা কাজ বা উদ্দেশ্য দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপী গণিত হয়েছে। যারা অনুতাপ করবে তাদের সকলকে ঈশ্বরের আত্মা অন্তরের প্রায়শ্চিত্তের এবং দয়ার আশার, দয়ার সাহায্য দান করবেন, যেন তারা ক্ষমা এবং আত্মিক জীবনের জন্য বিশ্বাস করতে পারে।

(২ বংশাবলি ৭:১৪; গীতসংহিতা ৩২:৫-৬; ৫১:১-১৭; যিশাইয় ৫৫:৬-৭; যিরমিয় ৩:১২-১৪; যিহিষ্কেল ১৮:৩০-৩২; ৩৩:১৪-১৬, মার্ক ১:১৪-১৫; লুক ৩:১-১৪; ১৩: ১-৫; ১৮: ৯-১৪; প্রেরিত ২: ৩৮;

৩:১৯;৫:৩১; ১৭:৩০-৩১; ২৬:১৬-১৮; রোমীয় ২:৪; ২ করিন্থীয় ৭:৮-১১; ১ থিষলনীকীয় ১:৯; ২ পিতর ৩:৯)

৯। ধার্মিকতা পুনরুজ্জীবন, এবং রূপে গ্রহণ

৯। আমরা বিশ্বাস করি যে নির্দোষগণ্য হওয়া ঈশ্বরের ক্ষমাশীল এবং আইনগত কাজ যার দ্বারা তিনি সমস্ত দোষের সম্পূর্ণ ক্ষমা এবং যে সব পাপ করা হয়েছে তার শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি মঞ্জুর করেন, এবং যারা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে এবং তাঁকে প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করে তাদের সকলকে ধার্মিক হিসাবে গ্রহণ করেন।

৯.১। আমরা বিশ্বাস করি যে পুনরুজ্জীবন, বা নতুন জন্ম, ঈশ্বরের সেই ক্ষমাশীল কাজ যারা দ্বারা অনুতপ্ত বিশ্বাসীর নৈতিক প্রকৃতি আত্মিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং বৈশিষ্ট্যমূলক আত্মিক জীবন দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্বাস, প্রেম করতে এবং বাধ্য থাকতে সক্ষম।

৯.২। আমরা বিশ্বাস করি যে দত্তক গ্রহণ ঈশ্বরের সেই ক্ষমাশীল কাজ যারা দ্বারা নির্দোষ এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়া বিশ্বাসী ঈশ্বরের এক সন্তানরূপে গৃহীত হয়।

৯.৩। আমরা বিশ্বাস করি যে নির্দোষিতা, পুনরুজ্জীবন, এবং দত্তক গ্রহণ ঈশ্বরের অন্বেষীদের অভিজ্ঞতায় একসাথে ঘটে চলেছে এবং বিশ্বাসের অবস্থার উপর উপলব্ধ হয়, যা অনুতাপের দ্বারা হয়েছে; এবং অনুগ্রহের এই অবস্থা ও কাজের সাক্ষ্য পবিত্র আত্মা বহন করে।

(লুক ১৮:১৪; যোহন ১:১২-১৩; ৩:৩-৮; ৫:২৪; প্রেরিত ১৩:৩৯; রোমীয় ১:১৭; ৩:২১-২৬, ২৮; ৪:৫-৯, ১৭-২৫; ৫:১, ১৬-১৯; ৬:৪, ৭:৬; ৮:১, ১৫:১৭; ১ করিন্থীয় ১:৩০, ৬:১১; ২ করিন্থীয় ৫:১৭-২১; গালাতীয় ২:১৬-২১; ৩:১-১৪, ২৬; ৪:৪-৭; ইফষীয় ১:৬-৭; ২:১, ৪-৫; ফিলিপীয় ৩:৩-৯; কলসীয় ২:১৩; তীত ৩:৪-৭; ১ পিতর ১:২৩;১ যোহন ১:৯; ৩:১-২, ৯; ৪:৭; ৫:১, ৯-১৩, ১৮)

১০। খ্রীষ্টীয় পবিত্রতা সম্পূর্ণ পবিত্রকরণ

১০। আমরা বিশ্বাস করি যে সম্পূর্ণ পবিত্রকরণ হল ঈশ্বরের কাজ যা বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের মত হতে পরিবর্তিত করে। এটা প্রাথমিক পবিত্রতা, বা আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মে (সততার সাথে একসাথে ঘটে), সমগ্র পবিত্রতায় পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা গঠিত এবং পবিত্র আত্মার খাঁটিকরণের কাজ যা ঘটে চলেছে তা গৌরবময় হওয়ার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাচ্ছে। গৌরবময় হওয়ায় আমরা সম্পূর্ণরূপে পুত্রের ছায়ার পরিবর্তিত হই।

আমরা বিশ্বাস করি যে সম্পূর্ণ পবিত্র করণ ঈশ্বরের সেই কর্মানুষ্ঠান যা আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের পরবর্তী পর্যায়, যার দ্বারা বিশ্বাসীদের মূল পাপ, বা নৈতিক বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করা হয়েছে, এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগের অবস্থায় আনা হয়েছে, ভালবাসার পবিত্র বাধ্যতায় খাঁটি করা হয়েছে।

এটা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের অথবা পূর্ণতার দ্বারা সাধিত হয় এবং পাপ থেকে হৃদয় পরিষ্কর এবং পবিত্র আত্মার বা বাসকারী উপস্থিতির এক অভিজ্ঞতা অনুভব করে, যা বিশ্বাসীকে জীবন এবং পরিচর্যার জন্য শক্তিশালী করে তুলছে।

সম্পূর্ণ পবিত্রকরণ যীশুর রক্তের দ্বারা হয়, বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ দ্বারা অবিলম্বে সাধত হয়, পরিবর্তীতে সমগ্র পবিত্র কাজে ব্যবহার করার জন্য পৃথক হয়; আর এই কাজ এবং অনুগ্রহের অবস্থানের প্রতি পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য বহন করেন।

এই অভিজ্ঞতাটি বিভিন্ন শব্দের দ্বারা পরিচিত যা বিভিন্ন শব্দাংশ দ্বারা উপস্থাপিত হয়, যেমন “খ্রীষ্টীয় সিদ্ধতা, “পরিশুদ্ধ প্রেম,” “হৃদয়ের পবিত্রতা”, “পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম বা পূর্ণতা,” “আশীর্বাদের পরিপূর্ণতা”, এবং “খ্রীষ্টীয় পবিত্রতা”।

১০.১। আমরা বিশ্বাস করি যে পবিত্র হৃদয় এবং পরিপক্ক চরিত্রের মধ্যে এক লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। প্রথমটি অবিলম্বে লাভ করা যায়, যা সম্পূর্ণ পবিত্রকরণের ফল; পরেরটি অনুগ্রহে বৃদ্ধির ফল।

আামরা বিশ্বাস করি যে, সম্পূর্ণ পবিত্রকরণের অনুগ্রহের মধ্যে আছে একজন খ্রীষ্টের মত শিষ্য হিসাবে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাওয়ার ঐশ্বরিক প্রেরণা। যাইহোক, এই প্রেরণাটি সচেতনার সঙ্গে প্রতিপালন করা এবং আত্মিক উন্নতি ও খ্রীষ্টের মত চরিত্র আর ব্যক্তিত্বে উন্নতি করার বিষয় এবং পদ্ধতিগুলিতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এ প্রকার অভীষ্টসাধনার্থ প্রচেষ্টা ব্যতীত, একজনের সাক্ষ্য দূর্ভল হতে পারে এবং অনুগ্রহটি হতাশ এবং অসময়ে হারিয়ে যেতে পারে।

অনুগ্রহের উপায়গুলিতে অংশ গ্রহণ দ্বারা, বিশেষত, সহবাগিতায়, শৃঙ্খলায় এবং মণ্ডলীর সংস্কারগুলিতে, বিশ্বাসীরা অনুগ্রহে এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসায় বৃদ্ধি পায়।

(যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪; যিহিষ্কেল ৩৬:২৫-২৭; মালাখি ৩:২-৩;মথি ৩:১১-১২; লুক ৩:১৬-১৭; যোহন ৭:৩৭-৩৯; ১৪:১৫-২৩; ১৭:৬-২০; প্রেরিত ১:৫; ২:১-৪;১৫:৮-৯; রোমীয় ৬:১১-১৩, ১৯; ৮:১-৪, ৮-১৪; ১২:১-২; ২ করিন্থীয় ৬:১৪-৭:১; গালাতীয় ২:২০; ৫:১৬-২৫; ইফিষীয় ৩:১৪-২১; ৫:১৭-১৮, ২৫-২৭; ফিলিপীয়৩:১০-১৫; কলসীয় ৩:১-১৭; ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪; ইব্রীয় ৪:৯-১১; ১০:১০-১৭; ১২: ১-২; ১৩:১২; ১ যোহন ১:৭, ৯) ("খ্রীষ্টীয় সিদ্ধতা", পরিশুদ্ধ প্রেম" : দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬; মথি ৫:৪৩-৪৮; ২২:৩৭-৪০; রোমীয় ১২:৯-২১; ১৩:৮-১০; করিন্থীয় ১৩, ফিলিপীয় ৩:১০-১৫; ইব্রীয় ৬:১; ১ যোহন ৪:১৭-১৮ "হৃদয়ের পবিত্রতা": মথি ৫:৮; প্রেরিত ১৫:৮-৯; ১ পিতর ১:২২; ১ যোহন ৩:৩ "পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম বা পূর্ণতা": যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪; যিহিষ্কেল ৩৬: ২৫-২৭; মালাখি ৩:২-৩; মথি ৩:১১-১২; লুক ৩:১৬-১৭; প্রেরিত ১১:৫; ২:১-৪; ১৫:৮-৯ "আশীর্বাদের পরিপূর্ণতা" : রোমীয় ১৫:২৯ "খ্রীষ্টীয় পবিত্রতা" : মথি ৫:১-৭:২৯; যোহন ১৫:১-১১; রোমীয় ১২:১-১৫:৩; ২ করিন্থীয় ৭:১, ইফিষীয় ৪:১৭-৫:২০; ফিলিপীয় ১:৯-১১; ৩:১২-১৫; কলসীয় ২:২০-৩:১৭; ১ থিষলনীকীয় ৩:১৩; ৪:৭-৮; ৫:২৩; ২ তীমথিয় ২:১৯-২২; ইব্রীয় ১০:১৯-২৫; ১২:১৪; ১৩:২০০-২১; ১ পিতর ১:১৫-১৬; ২ পিতর ১:১-১১; ৩:১৮; যিহুদা ২০-২১ পদ)

১১। মণ্ডলী

১১। আমরা মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি, যা একটি সম্প্রদায় যারা যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করে, ঈশ্বরের লোক যারা খ্রীষ্টেতে নিয়মের নতুনীকৃত হয়েছে, খ্রীষ্টের দেহ যাদের বাক্যের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা দ্বারা একসাথে আহ্বান করা হয়েছে।

ঈশ্বর একতায় এবং আত্মার সহভাগিতায় মণ্ডলীর জীবন প্রকাশ করতে মণ্ডলীকে আহ্বান করেছেন; ঈশ্বরের বাক্যপ্রচারের মাধ্যমে আরাধনা, এবং পবিত্র সংস্কারগুলি তাঁর নামে পরিচর্যার; খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্রতা, পবিত্র জীবনযাপন, এবং পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা।

জগতে মণ্ডলীর মিশন হল ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে খ্রীষ্টের পুনরুদ্ধার এবং পুনর্মিলন পরিচর্যারা কথা বলা। সুসমাচার প্রচার, শিক্ষা, দয়া দেখান, ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করা, এবং ঈশ্বরের রাজ্যে সাক্ষ্য বহন করার মাধ্যমে শিষ্য তৈরী করার দ্বারা মণ্ডলী তার প্রৈরিত্রিক কার্য পূর্ণ করে।

মণ্ডলী এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা, যা নিজেই সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির আকারে সংগঠিত করে; যার স্থানীয় উপাসকমণ্ডলী হিসাবে এবং এক বিশ্বব্যাপী দেহরূপ মণ্ডলী হিসাবে, উভয়ভাবে অস্তিত্ব রয়েছে; যারা বিশেষ বিশেষ পরিচর্যার জন্য ঈশ্বরের আহূত ব্যক্তিদের পৃথক করে। ঈশ্বর মণ্ডলীকে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের সিদ্ধতার প্রত্যাশায় তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে বাস করতে মণ্ডলীকে আহ্বান করেন।
(যাত্রাপুস্তক ১৯:৩; যিরমিয় ৩১:৩৩; মথি ৮:১১; ১০:৭; ১৬:১৩-১৯,২৪;১৮:১৫-২০; ২৮;-১৯২০; যোহন ১৭:১৪-২৬; ২০: ২১-২৩; প্রেরিত ১:৭-৮; ২:৩২-৪৭; ৬: ১-২; ১৩: ১; ১৪: ২৩; রোমীয় ২:২৮-২৯; ৪:১৬; ১০:৯-১৫; ১১:১৩-৩২; ১২: ১-৮; ১৫:১-৩; ১ করিন্থীয় ৩:৫-৯; ৭:১৭; ১১:১; ১৭-৩৩; ১২:৩, ১২-৩১; ১৪: ২৬-৪০; ২ করিন্থীয় ৫:১১-৬:১; গালাতীয় ৫:৬;১৩-১৪; ৬:১-৫, ১৫; ইফিষীয় ৪:১-১৭; ৫:২৫-২৭; ফিলিপীয় ২:১-১৬; ১ থিষলনীকীয় ৪:১-১২; ১ তীমথিয় ৪:১৩; ইব্রীয় ১০:১৯-২৫; ১ পিতর ১:১-২, ১৩; ২:৪-১২, ২১; ৪:১-২, ১০-১১; ১ যোহন ৪:১৭; যিহুদা ২৪ পদ; প্রকাশিত বাক্য ৫: ৯-১০)

১২। বাপ্তিস্ম

১২। আমরা বিশ্বাস করি যে খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্ম, যা আমাদের প্রভুর দ্বারা আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা একটি পবিত্র সংস্কার যা যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্ত করার উপকারগুলি গ্রহণ করার, তা বিশ্বাসীদের প্রতি সাধিত হওয়া এবং তাদের পরিত্রাতা হিসাবে যীশু খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাসের ঘোষণা, এবং পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় বাধ্যতার পূর্ণ উদ্দেশ্যের তাৎপর্য প্রকাশ করে।

বাপ্তিস্ম নতুন নিয়মের এক প্রতীক হওয়ায়, ছোট শিশুদের বাপ্তিস্ম দেওয়া যেতে পারে, যদি বাবা-মা বা অভিভাবকগণ অনুরোধ করেন যাঁরা প্রয়োজনীয় খ্রীষ্টীয় শিক্ষা দিতে তাদের পক্ষে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিবেন।

আবেদনকারীর পছন্দ অনুযায়ী জল ছিটিয়ে, জল ঢেলে বা জলে ডুব দিয়ে বাপ্তিস্ম দেওয়া যেতে পারে।
(মথি ৩:১-৭; ২৮:১৬-০; প্রেরিত ২:৩৭-৪১; ৮:৩৫-৩৯; ১০: ৪৪-৪৮; ১৬:২৯-৩৪; ১৯: ১-৬; রোমীয় ৬:৩-৪; গালাতীয় ৩:২৬-২৮; কলসীয় ২:১২; ১ পিতর ৩:১৮-২২)

১৩। প্রভুর ভোজ

১৩। আমরা বিশ্বাস করি যে এই স্মরণার্থক ও পূণ্য সহভাগে (প্রভুর ভোজ) যা আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা অপরিহার্যভাবে নতুন নিয়মের এক সংস্কার, তাঁর বলিদান সংক্রান্ত মৃত্যুর ঘোষণা, যে মূল্যের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা জীবন এবং পরিত্রাণ এবং খ্রীষ্টে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা লাভ করেছে। এটা বিশেষভাবে তাদের জন্য যারা এর তাৎপর্যের সম্মানসূচক প্রশংসার জন্য প্রস্তুত, এবং এর দ্বারা তারা প্রভুর ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুকে ঘোষণা করে। এটা সহভাগিতার ভোজ বা উৎসব হওয়ায়, যাদের খ্রীষ্টে বিশ্বাস এবং পবিত্রগণের জন্য ভালবাসা আছে কেবলমাত্র তাদেরই এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করা উচিত।

(যাত্রাপুস্তক ১২:১-১৪; মথি ২৬:২৬-২৯; মার্ক ১৪:২২-২৫; লুক ২২:১৭-২০; যোহন ৬:২৮-৫৮; ১ করিন্থীয় ১০:১৪-২১; ১১:২৩-৩২)

১৪। ঐশ্বরিক আরোগ্য লাভ

১৪। আমরা স্বর্গীয় সুস্থতার বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষায় বিশ্বাস করি এবং অসুস্থ মানুষের আরোগ্যতার জন্য বিশ্বাসের প্রার্থনা উৎসর্গ করতে আমাদের লোকদের অনুরোধ করি। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপায়গুলির মাধ্যমেও ঈশ্বর আরোগ্য করেন।

(২ রাজবালি ৫:১-১৯; গীতসংহিতা ১০৩:১-৫; মথি : ২৩-২৪; ৯: ১৮-৩৫; যোহন ৪:৪৬-৫৪; প্রেরিত ৫:১২-১৬; ৯:৩২-৪২; ১৪:৮-১৫; ১ করিন্থীয় ১২:৪-১১; ২ করিন্থীয় ১২: ৭-১০; যাকোব ৫:১৩-১৬)।

১৫। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন

১৫। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আবার আসবেন; তাঁর আগমনের সময় আমরা যারা বেঁচে থাকব যারা খ্রীষ্ট যীশুতে মারা গিয়েছে তাদের আগে যাব না, কিন্তু, আমরা যদি তাঁতেই জীবন যাপন করি তবে আমরা প্রভুর সাথে মিলিত হতে মৃত থেকে জীবিত হওয়া পবিত্রগণের সাথে মধ্য আকাশে মিলিত হব, যেন আমরা অনন্তকাল প্রভুর সাথে থাকি।

(মথি ২৫:৩১-৪৬; যোহন ১৪:১৩; প্রেরিত ১:৯-১১; ফিলিপীয় ৩:২০-২১; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৮; তীত ২:১১-১৪; ইব্রীয় ৯:২৬-২৮; ২ পিতর ৩:-৩-১৫; প্রকাশিত বাক্য ১:৭-৮; ২২: ৭-২০)

১৬। পুনরুত্থান, বিচার, এবং অদৃষ্ট

১। আমরা মৃতের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি, ধার্মিক এবং অধার্মিক উভয়ের দেহ জীবিত হয়ে উঠবে এবং তাদের আত্মার সাথে মিলিত হবে- যারা ভাল করেছে, তারা জীবনের পুনরুত্থানে; এবং যারা মন্দ করেছে, তারা ধ্বংসের নরকভোজের জন্য পুনরুত্থিত হবে।

১৬.১। আমরা আগামী বিচারে বিশ্বাস করি যেখানে প্রতিটি ব্যক্তিকে এই জীবনে তার (পুরুষ/নারী) কাজ অনুযায়ী বিচার করার জন্য ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে হবে।

১৬.২। আমরা বিশ্বাস করি যে তাদের সকলের জন্য গৌরবময় এবং অনন্তকালীন জীবন নিশ্চিত আছে যারা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিত্রাণ পেতে বিশ্বাস করে এবং বাধ্যতাসহকারে অনুসরণ করে; আর শেষে অনুতাপশূন্য ব্যক্তিরা নরকে অনন্তকাল যাতনা পাবে।

(আদিপুস্তক ১৮:২৫; ১ শমূয়েল ২:১০; গীতসংহিতা ৫:৬; যিশাইয় ২৬:১৯; দানিয়েল ১২:২-৩; মথি ২৫:৩১-৪৬; মার্ক ৯:৪৩-৪৮; লূক ১৬:১৯-৩১; ২০: ২৭-৩৮; যোহন ৩:১৬-১৮; ৫:২৫-২৯; ১১:২১-২৭; প্রেরিত ১৭:৩০-৩১; রোমীয় ২:১-১৬; ১৪: ৭-১২; ১ করিন্থীয় ১৫:১২-৫৮; ২ করিন্থীয় ৫:১০; ২ থিষলনীকীয় ১:৫-১০; প্রকাশিতবাক্য ২০:১১-১৫; ২২:১-১৫)

*শাস্ত্রের উদ্ধৃতিগুলি বিশ্বাসসূত্রের সমর্থন সূচক এবং ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জেনারেল অ্যাসেম্বলীর তৎপরতায় এখানে স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু শাসনতান্ত্রিক আলোচ্য বিষয়ের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

আমাদের মণ্ডলীর স্থাপত্য বিজ্ঞান

পবিত্র খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী

আমরা "ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দ" এমন শাস্ত্রীয় বিবরণের সঙ্গে নিজেদের গণ্য করি, "এক, পবিত্র, সর্বজনীন (ক্যাথলিক) ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীর" অংশ হতে নিজেদের স্বীকার করছি। ঈশ্বরের অগ্রবর্তী ও ত্রাণকারী অনুগ্রহের প্রতি খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম হল এক ব্যক্তিগত ও সমবেত সাক্ষ্য। আমাদের সেবকরা "ঈশ্বরের মণ্ডলীতে" নিযুক্ত এবং আমাদের উপাসনাকেন্দ্রগুলি হল সর্বজনীন মণ্ডলীর শক্তপোক্ত প্রকাশ। আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ঈশ্বরের মণ্ডলীর শাস্ত্রগত বিবরণকে সুনিশ্চিত করি, যা স্বর্গীয় অনুগ্রহের এক সরঞ্জাম হিসেবে নির্ধারিত এবং পবিত্র

আত্মা কর্তৃক এটা হতে আহূত, এর জীবনী শক্তিকে যিনি জগতে খ্রীষ্টের জীবন্ত দেহের মধ্যে মূর্ত করে তোলেন। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী সেই সত্যের সাক্ষী যে ঈশ্বরের আরাধনা হল মানবজীবনের এক প্রকৃত কেন্দ্রস্থল (ফোকাস)।

অতএব, মণ্ডলী পাপীদের অনুতাপ করতে এবং তাদের জীবন সংশোধন করার জন্য আহ্বান করে, সমৃদ্ধপূর্ণ উপাসকবৃন্দের জীবনের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র জীবন যাপনে প্রশিক্ষিত করে এবং বিশ্বাসীদের পৃথকীকৃত জীবন যাপন করতে আহ্বান করে। মণ্ডলীর পরিত্রাতা ও বিশ্বস্ততায়, জগতকে মণ্ডলী ঈশ্বরের রাজ্য প্রদর্শন করে, যেন প্রকৃত অর্থে মণ্ডলী তার নিজের বার্তার এক পরিমাপস্বরূপ হয়

ঈশ্বরের মিশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ

জগতে ঈশ্বরের মিশন হল প্রাথমিক, এবং আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের মিশন লাভ করি, যিনি ব্যাপক আয়তনে এক বিশ্ব গড়েছেন এবং প্রকৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে, স্বর্গীয় প্রতিমূর্তি বহন করতে এক জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন যেন স্বর্গীয় ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। যখন পাপ সৃষ্টির বিকৃতি ঘটালো, মিশনের মুক্তিকামী প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, যথা, "ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমস্ত সৃষ্টি পুনরুদ্ধার"। মানবতার পুনরুদ্ধার হল মৌলিক বিষয়।

জন্ ওয়সলী একে পবিত্রীকরণ/পৃথকীকরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, অথবা "ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আমাদের প্রাণের নবীকরণ," "ধার্মিকতা ও প্রকৃত পবিত্রতা হিসেবে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। ঈশ্বরের মিশন আব্রাহামের আহ্বানে প্রতিফলিত হয়েছে, আশীর্বাদের জন্য যিনি মনোনীত যাতে তাঁর বংশ "সমস্ত জাতির কাছে এক আশীর্বাদস্বরূপ হতে পারে (আদিপুস্তক১২:১-২) এবং হিব্রুজাতির ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে, যারা এক ঈশ্বরের সাক্ষ্য বহন করেছিল, যাঁর নাম তারা পৃথিবীর জাতিবর্গের কাছে ঘোষণা করেছিল।

খ্রীষ্টীয়ানরা এক পবিত্র ত্রিত্ব হিসেবে ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করে যাঁতে ঈশ্বর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের মিশনে আমাদের অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান এবং শক্তিযুক্ত করেন। মণ্ডলী ওই অঙ্গীকার চুক্তিতে প্রবশে করে এবং এর পবিত্রীকৃত জীবনের অংশ হিসেবে জাতিবর্গের আশীর্বাদ ও আরোগ্যতা নিয়ে আসে। আমরা ঈশ্বরের মিশনে অন্য খ্রীষ্টীয়ানদের যুক্ত করি কিন্তু একটা দর্শনকে সাগ্রহে গ্রহণ করি যা এক আন্তর্জাতিক মণ্ডলী হিসেবে আমাদের সম্প্রদায়গত জীবনের নির্দেশ দেয় যাতে জাতীয় সীমানাগুলি যাজকীয় সম্পর্কিত বিষয়ের সীমা নির্দেশ করে না, যেহেতু খ্রীষ্ট সমস্ত জাতি ও বংশের কাছে মণ্ডলীকে উন্মুক্ত করে দেন।

জগতে খ্রীষ্টের মতো পরিচর্যা করা

খ্রীষ্টীয় পরিচর্যার ভিত্তি হল খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের ভালবাসার সাক্ষ্য বহনের বাইবেলভিত্তিক আবশ্যকতা। বিশ্বাসীরা বাপ্তিস্মের সময় তাদের পরিচর্যাকে সুনিশ্চিত করে, যা খ্রীষ্টের শিষ্য হিসেবে প্রকাশ্যে এক সাক্ষ্য বহন করার তাদের অভিপ্রায়কে ঘোষণা করে। বিশ্বস্ত শিষ্যত্ব হল আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের আন্তরিক অনুগ্রহের এক বাহ্যিক চিহ্ন; ঠিক যেমন এটা হল জগতে স্বর্গীয় অনুগ্রহের কার্যকারিতার এক চিহ্নস্বরূপ যা হল "ঈশ্বর এত ভালবাসলেন।" খ্রীষ্টের দেহের সকল সদস্য সেবার জন্য পরিপক্ক এবং মণ্ডলীতে যারা বিশেষভাবে দক্ষ নেতৃত্বের জন্য আহূত তারা প্রৈরিতিক সেবকরূপে নিযুক্ত। তাদের আহ্বান গভীর ব্যক্তিগত দৃঢ়প্রত্যয়ে শিকড়বদ্ধ।

স্থানীয় ও ডিষ্ট্রিক্টের মণ্ডলীর পালক ও সাধারণ সদস্যরা অত্যাবশ্যক দান ও অনুগ্রহগুলির উপস্থিতি চিনতে পারে ও সুনিশ্চিত করে এবং অঞ্চলের মণ্ডলীতে, সেবক হিসেবে যারা নিযুক্ত হবে তাদের নিবারিত করে। পরিচালকরা এক পরিচর্যাকাজে বৃত্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হয় যেখানে ঈশ্বরের বাক্য ও টেবিল কোনটাই প্রাথমিক দায়িত্ব নয়। সুসমাচার প্রচার, প্রভুর ভোজের অনুষ্ঠান করা, আরাধনায় লোকদের প্রশিক্ষিত করা এবং উপসাকমণ্ডলীর জীবনের নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে খ্রীষ্টের দেহকে রূপ দিতে নিযুক্ত হন।

পালক ও সাধারণ সদস্যদের মণ্ডলীগুলির দ্বারা জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টরা ডিস্ট্রিক বা সাধারণ অফিসের জন্য নিযুক্ত হন। ডিস্ট্রিক সুপারিনটেন্ডেন্টরা নিরূপিত একটি অঞ্চলের মণ্ডলী, সদস্য এবং পালকের উদ্দেশে তাদের পালকীয় ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বকে পরিচালনা করেন। জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টর সমগ্র গোষ্ঠীর উদ্দেশে এক প্রৈরিতিক ও পালকীয় পরিচর্যা পালন করেন, শিক্ষায় ও পবিত্রতায় মণ্ডলীর ঐক্য বজায় রাখেন, কলেজ সম্পর্কিত বিষয়ের মাধ্যমে খ্রীষ্টের জীবনের আদশ্যস্বরূপ হন এবং একটি দর্শন উপস্থাপন করেন যা সমগ্র মণ্ডলী সাগ্রহে গ্রহণ করতে পারে।

অভীষ্ট লক্ষ্যে তাদের সুবিধাজনক অবস্থান অবশ্যই আন্তার্জাতিক হওয়া উচিত। দর্শনকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে এবং সমগ্র দেহরূপ মণ্ডলীর বিভিন্ন অংশের সম্পদগুলির প্রয়োজনে, আমাদের বিশ্বব্যাপী পরিচর্যার অভাবী এলাকাগুলির বন্টনে অংশ নিতে এবং মিশন ও বার্তায় মণ্ডলীকে ঐক্যবদ্ধ করতে এটা তাদের ওপরই বর্তে। বিভিন্ন

ডিষ্ট্রিক্ট উপাসনালয়ে সেবকদের অভিষেককরণের মাধ্যমে, এবং অন্যান্য উপায়ে, ব্যাপক জাতীয়, অর্থনৈতিক, জাতিগত, ভাষাগত বৈচিত্র্যের এক গোষ্ঠীর ঐক্য তাদের বজায় রাখতে হবে।

আমাদের শাসন পদ্ধতি

ন্যাজ্যারীণরা সর্বদা তাদের মণ্ডলীকে আন্তর্জাতিক মণ্ডলীর এক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পুনরায়, আমাদের মত এই যে শাস্ত্র মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থার কোন নির্দিষ্ট নকশা প্রকাশ করে না, এবং তাই আমাদের শাসন ব্যবস্থা সাধারণ মতামতের দ্বারা গঠিত হতে পারে, এই শর্তে যে এই সমতায় শাস্ত্র লঙ্ঘনের ওপর আমরা কোনভাবেই একমত হতে পারি না। এই সমতা বিধানে আমরা বিশ্বাস করি যে মিশনের উচিত কাঠামোর বা গঠনপ্রনালীর রূপ দেওয়া (২০১৩-১৭, সহায়িকা, ইতিহাসিক বক্তব্য, পৃষ্ঠা ১৭-১৯)।

দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ মেথডিস্ট্ এপিসকোপাল শাসন ব্যবস্থার এক গণতান্ত্রিক সংস্করণকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে যা পালক ও সাধারণ সদস্যের স্বরকে বিস্তৃত করেছে এবং এপিসকোপাল অফিসের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। এখানে ন্যাজ্যারীণ শাসনব্যবস্থার কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় উল্লেখ করা হলা:

- আমাদের শাসন ব্যবস্থার তিনটি স্তর আছে:

১। উপাসকমণ্ডলীগুলি বার্ষিক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাসেম্বলীর সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে।

২। ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাসেম্বলী জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে যারা প্রতি বছরে একবার করে মিলিত হয়।

৩। জেনারেল অ্যাসেম্বলীর সিদ্ধান্তগুলি সমগ্র মণ্ডলী ও তার সমস্ত অংশকে বেঁধে রাখে।

- জেনারেল অ্যাসেম্বলী জেনারেল সুপারিন্‌টেন্ডেন্টদের নির্বাচিত করে যারা গোষ্ঠীর সাধারণ পরিচর্যাগুলি পরিচালনা করেন এবং সমগ্র মণ্ডলীর ওপর আইনগত কর্তৃত্ব চালান। তারা একটি জেনারেল অ্যাসেম্বলী থেকে পরবর্তী অ্যাসেম্বলীর সেবা করে এবং প্রতিটি অ্যাসেম্বলীতে পুনর্নির্বাচিত হতেই হবে। প্রত্যেক জেনারেল সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট ডিষ্ট্রিক্টগুলির একটা তালিকা হস্তান্তর করা হয়ে থাকে এবং বার্ষিক ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাসেম্বলীগুলি নেতৃত্ব দিতে এবং তার (পুং/স্ত্রী) ডিষ্ট্রিক্ট দায়িত্বের অঞ্চলের নতুন সেবকদের আনুষ্ঠানিক কর্মভার অর্পণের জন্য দায়বদ্ধ। জেনারেল সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট সংখ্যাটা সময় সময়ে ভিন্ন হয়েছে কিন্তু ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ছয়

জনই আছেন। সমষ্টিগতভাবে, তারা জেনারেল সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট সমিতি গঠন করে যারা প্রতি বছর বহুবার এক সমিতি (Board) হিসেবে মিলিত হয়।

- জেনারেল অ্যাসেম্বলী একটি জেনারেল বোর্ড নির্বাচিত করে যা সমপরিমাণ পালক ও সাধারণ সদস্য নিয়ে গঠিত। এটা বছরে একবার মিলিত হয় এবং মণ্ডলীর সাধারণ অধিকাররিক ও বিভাগীয় পরিচালকদের নির্বাচিত করে। এটা মণ্ডলীর সাধারণ পরিচর্যাগুলির নীতিসমূহ, বাজেট এবং কার্য প্রণালীগুলিকে পর্যালোচনাও করে।
- ডিষ্ট্রিক্টগুলিতে কোন এক জায়গায় মণ্ডলীগুল দলগতভাবে থাকে এবং একজন ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট দ্বারা চালিত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট মণ্ডলী মিশন সংক্রান্ত উদ্দেশে সংগঠিত হয়ে থাকে এবং ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাসেম্বরীস্বরূপ বছওে একবার মিলিত হয়। ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট নির্বাচিত করে, দায় দায়িত্ব হল মন্ডলী ও পালকদের প্রশিক্ষিত করা, নতুন মন্ডলীগুলি স্থাপন করা এবং ডিষ্ট্রিক্টের স্বাস্থ্যকে পরিপুষ্ট করা।
- আলোচনাচক্রে মন্ডলীগুলি তাদের নিজস্ব পালকদের আহ্বান করে এবং ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অনুমতিক্রমে এবং তাদের নিজস্ব অর্থকরী ও কার্যপ্রণালীর বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করে।
- ন্যাজ্যারীণ ডিষ্ট্রিক্টগুলি বিশ্বব্যাপী অঞ্চলে দলবদ্ধ (যথা, আফ্রিকা অঞ্চল, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর সন্নিহিত অঞ্চল, এবং আরও কিছু)। বিশ্বব্যাপী অঞ্চলগুলি প্রশাসনিক কাঠামোর চেয়ে বরং মিশন-সম্বন্ধীয় কাঠামোস্বরূপ।
- একটি ট্রাস্ট মণ্ডলী ভবনসমূহ ও পালকের বাসস্থানসমূহ ডিষ্ট্রিক্টের সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত করে।
- নারী ও পুরুষ সকলেই মণ্ডলীর পালক ও সাধারণ সদস্যের অফিসগুলিতে সেবা করতে পারে।
- আমরা আমাদের নিয়ম বিধির পুস্তককে চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ সহায়িকা বলে থাকি। জেনারেল অ্যাসেম্বলী সহায়িকায় একাধিক পরিবর্তন করে থাকে।

(আদিপুস্তক ১৮:২৫; ১ শমূয়েল ২:১০; গীতসংহিতা ৫০:৬; যিশাইয় ২৬:১৯; দানিয়েল ১২: ২-৩; মথি ২৫:৩১-৪৬; মার্ক ৯:৪৩-৪৮; লুক ১৬:১৯-৩১; ২০:২৭-৩৮; যোহন ৩:১৬-১৮; ৫:২৫-২৯; ১১:২১-২৭; প্রেরিত ১৭:৩০-৩১; রোমীয় ২:১-১৬; ১৪:৭-১২; ১ করিন্থীয় ১৫:১২-৫৮; ২ করিন্থীয় ৫:১০; ২ থিষলনীকীয় ১:৫-১০; প্রকাশিত বাক্য ২০: ১১-১৫; ২২:১-১৫)

মণ্ডলী

স্থানীয় মণ্ডলী

চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ চায় সমস্ত মানুষ পাপের ক্ষমার মাধ্যমে ঈশ্বরের রূপান্তরকারী অনুগ্রহের এবং পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টে হৃদয় শুচিকৃত হওয়ার অজ্ঞিতা লাভ করুক।

আমাদের প্রাথমিক মিশন হল, "সমস্ত জাতিকে খ্রীষ্টের মত শিষ্য করে তোলা", বিশ্বাসীদের (মণ্ডলীতে) সহভাগিতা ও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা এবং বিশ্বাসে যারা সাড়া দেয় তাদের সকলকে পরিপক্ক করা (শিক্ষা দেওয়া)। বিশ্বাসের সমাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল খ্রীষ্টেতে শেষ দিনের জন্য সকলকে খাঁটি করে উপস্থাপন করা (কলসীয় ১:২৮)।

বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করতে, খাঁটি করতে, শিক্ষা দিতে এবং নিযুক্ত করার কাজ মন্ডলীতেই হবে। স্থানীয় মণ্ডলী, খ্রীষ্টের দেহ হল আমাদের বিশ্বাস ও মিশনের প্রতিনিধিস্বরূপ।

ডিষ্ট্রিক্ট মণ্ডলী

স্থানীয় মণ্ডলীগুলিকে ডিষ্ট্রিক্ট ও অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনিকভাবে ভাগ করা হয়।

একটি ডিষ্ট্রিক্ট হল আন্তনির্ভরশীল স্থানীয় মণ্ডলীগুলি কর্তৃক নির্মিত এক সত্তাস্বরূপ যা পারস্পরিক সাহায্য, সম্পদ ভাগ করা ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীর মিশনকে সহজসাধ্য করতে সংগঠিত হয়েছে।

ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট ডিষ্ট্রিক্টের উপদেষ্টামণ্ডলীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থেকে একটি বিশেষ জেলাকে সযত্নে পরিচর্যা দান করেন।

সাধারণ মণ্ডলী

দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণে ঐক্যের ভিত্তিগুলো হল সেইসব বিশ্বাসসূত্র, শাসন ব্যবস্থা, সংজ্ঞাসমূহ এবং নিয়ম বিধিসমূহ চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের সহায়িকায় সাবলীলভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই ঐক্যের মূল বিষয় সহায়িকার বিশ্বাসসূত্রে ঘোষিত হয়েছে। আমরা সকল অঞ্চলে ও ভাষার মণ্ডলীগুলিকে উৎসাহিত করি। এই সমস্ত বিশ্বাসসূত্র আমাদের নির্বাচন ক্ষেত্রে- অনুবাদ করে-ব্যাপকভাবে বিতরণ করতে- এবং শিক্ষা দিতে। এটা হল সোনালি তটভূমি যা হল আমরা ন্যাজ্যারীণ হিসেবে যা কিছু করি সেগুলিকে যেন নিটোলভবে রূপ দেয়।

এই ঐক্যের এক দৃশ্যমান প্রতিফলন জেনারেল অ্যাসেম্বলী কর্তৃক উপস্থাপিত হয়, যা হল "দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের সর্বোচ্চ মতবাদ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা, আইন প্রণয়ন করা ও মনোনয়ন সংক্রান্ত কর্তৃত্ব" (সহায়িকা ৩০০)।

দ্বিতীয় প্রতিফলন হল আন্তর্জাতিক সাধারণ সমিতি, যা সমগ্র মণ্ডলীকে উপস্থাপন করে।

তৃতীয় প্রতিফলন হল জেনারেল সুপারিনটেন্ডেন্টদের সমিতি, যারা সহায়িকাকে ব্যাখ্যা করতে পারে সাংস্কৃতিকভাবে খাপ খাওয়ানো অনুমোদন করতে পারে এবং পরিচর্যার কর্মভার তুলে দিতে পারে।

দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের প্রশাসন হল প্রতিনিধি, এবং এক অর্থে সেহেতু চরম বিশপতন্ত্রকে এবং অন্যদিকে সীমাহীন ধর্মসভা - সম্বন্ধীয় মতবাদ এড়ায়।

মণ্ডলী সুসংবদ্ধ থাকার চেয়েও বেশি কিছু। এটা পারস্পরিকভাবে যুক্ত। যে কোন সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে এমন একটা সুতোর চেয়ে বন্ধগুলি আমাদের আরও শক্তপোক্ত করে বেঁধে রাখে।

আমাদের সাধারণ বন্ধনের উৎস কি? তা হল যীশুখ্রীষ্ট। দ্যা চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ সহায়িকা ২০১৩-১৭)

এক সুসংবদ্ধ মণ্ডলী

চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ হল এক সুসংবদ্ধ "পবিত্রতার সহভাগ।" এটা যেমন কোন স্বশায়িসত মণ্ডলীগুলির এক নড়বড়ে সংযুক্তিকরণ নয়, তেমনই কেবলমাত্র একটি একধিকা মণ্ডলীর সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীমাত্রও নয় যাদের বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় সাধারণ ব্যাপার থাকবে অথচ কোন প্রকৃত সুসমন্বিত সম্পর্ক থাকবে না।

মণ্ডলী হল দোষ বা ব্যর্থতার অস্বীকৃতিসূচকভাবে (অ-দোষকণ্ঠিতভাবে) সুসংবদ্ধ।

আমরা এর দ্বারা এই অর্থ করি যে আমরা স্থানীয় মণ্ডলীগুলির এক স্বাধীন সত্ত্বা যা একাধিক জেলাগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছে "জাতিবর্গের মধ্যে খ্রীষ্টের মতো শিষ্যকরণের জন্য আমাদের পারস্পরিক মিশনকে বহন করে নিয়ে যেতে। অঙ্গীকারটা হল মিশনের স্বার্থে একে অন্যের কাছে দায়বদ্ধতা থাকা এবং আমাদের সাধারণ বিশ্বাসসূত্রের ন্যায়পরায়নতা বজায় রাখা।

এক সুসংবদ্ধ মণ্ডলীস্বরূপ আমরা:

- বিশ্বাসের কথা অন্যদের বলি।
- মূল্যবোধের কথা অন্যদের বলি।
- মিশনের কথা অন্যদের বলি।
- দায়িত্ব ভাগ করে নিই।

বিশ্বব্যাপী সুসুমাচার প্রচার তহবিল এবং মিশনের বিশেষত্বের মাধ্যমে মিশনকাজে অর্থ সাহায্য করার জন্য দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে এক সমবায় আর্থিক দায়িত্বরও অন্তর্ভুক্ত।

১৯০৮ খ্রীষ্টব্দ থেকে ন্যাজ্যারীণরা বিশ্বব্যাপী পরিচর্যার কাজের মাধ্যমে জাতিবর্গের মধ্যে খ্রীষ্টের মতো শিষ্য করণের কাজ করে চলেছে। খ্রীষ্টের জন্য নানা অঞ্চলে পৌঁছানোর কাজ বিস্তৃত হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনি যখন প্রার্থনা করেন এ সদয়ভাবে দান করেন, তখন আপনার একার করার চেয়েও অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও অধিক কাজ করেন। আপনার স্থানীয় মণ্ডলীতে দত্ত প্রতিটি দানের মিশন কাজে অর্থ সাহায্যে এক বিশেষ উদ্দেশ্য করেছে।

চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণ সম-দানের নয় বরং সম-বলিদানের নীতি অবলম্বন করে। এক বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীর কাছে এটা হল এক বাইবেলসম্মত অপরিহার্য অবস্থা যার অন্তর্ভূক্ত প্রথম বিশ্ব অর্থনীতি এবং উন্নতশীল অঞ্চলসমূহ।

বিশ্বব্যাপী সুসমাতার প্রচার তহবিল হল গোষ্ঠীগত আর্থিক তহবিল। কখনও কখনও আপনি "মিশনকে অর্থ সাহয্য কর" এমন কোন উক্তি শুনতে পারেন। বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচার তহবিলের চেয়ে এটা হল আরও বিরাট উক্তি, যা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানাভাবে মিশন কাজে অর্থ সাহায্য করার স্বীকৃতি দিয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মণ্ডলীর মিশন ও পরিচর্যাগুলিকে সাহয্য করা বিশ্বব্যাপী মিশন ক্ষেত্রগুলির মাধ্যমে প্রাণবন্ত ও উত্তমরূপে হচ্ছে। অনেকের জন্য আত্মত্যাগমূলক দানের পরিপ্রেক্ষিতে মণ্ডলীর জন্য মিশন কাজে সাহায্যের বিরাট তাৎপর্য রয়েছে।

আমরা যখন সারা জগতে দত্ত মোট পরিমাণের দিকে তাকাই, গড়পড়তা ৮৬.১ শতাংশ আপনার স্থানীয় মণ্ডলীতে পরিচর্যাকাজে ব্যবহৃত হয়। জেলার পরিচর্যাগুলি তহবিলের প্রায় ৪.৫ শতাংশ ব্যবহার করে। আপনার ন্যাজ্যারীণ কলেজগুলি তহবিলের প্রায় ১.৮ শতাংশ ছাত্রাছাত্রীদের শিক্ষিত ও শিষ্য করার কাজে ব্যবহার করে। মিশনারী বিশ্বব্যাপী পরিচর্যাকাজ এবং অন্যান্য অনুমোদিত বিশেষ বিশেষ মিশন কাদের জন্য আপনার মণ্ডলীর ৭.৬ শতাংশ অর্থ বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচার তহবিলে যায়।

আপনি দেখতে পারেন যে আপনার দান প্রশিক্ষণ, শিষ্যকরণের কাজে ব্যবস্থা করে এবং শিশু, যুব, প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে সুসমাচাার বয়ে আনে। আপনি যখন দেন। আপনি এক সুসংবদ্ধ মণ্ডলীতে ন্যাজ্যারীণদের সঙ্গে যুক্ত হন আপনি ভগ্নচূর্ণ মানুষদের ভালবাসেন, পৃথিবীর চারপারশের হারানো আত্মাগুলির কাছে পৌঁছান এবং জাতিবর্গের মধ্যে খ্রীষ্টের মতো শিষ্য করেন।

কীভাবে ন্যাজ্যারীণরা মিশনকাজে অর্থ সাহায্য করে:

স্থানীয় মণ্ডলী পরিচর্যা

৮৬.১%

বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচার তহবিল এবং বিশেষ, বিশেষ মিশন কাজ৭.৬%

জেলার মণ্ডলীর পরিচর্যা ৪.৫%

ন্যাজ্যারীণ উচ্চ শিক্ষা ১.৮%

বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচার তহবিল এবং বিশেষ বিশেষ মিশন কাজ সকলই দাযিত্ব ভাগ করে নেওযার অংশবিশেষ-মিশনারী পাঠাতে, জাতীয় স্তরের নেতাদের প্রশিক্ষণের জন্য মণ্ডলীর জন্য এটা সম্ভব করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ন্যাজ্যারীণদেও নিকট সুসমাচার প্রচার করা, শিষ্য করা ও শিক্ষা দিতে শিক্ষাবিদদের ব্যবস্থা করে।

খ্রীষ্টীয়, পবিত্রতা, মিশন-সম্বন্ধীয়

আমরা আমাদের প্রথম জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ফিনিয়াস এফ. ব্রীজির দর্শন পূর্ণতা ঘন্টার সাক্ষী। তিনি চার্চ অব দ্যা ন্যাজ্যারীণের এক "স্বর্গীয় দৃশ্যাবলী" সম্বন্ধে প্রথম থেকেই বলেছিলেন যা "প্রভুর উদ্দেশে পরিত্রাণ ও পবিত্রতা"এই দিয়ে পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে।

প্রত্যেক ন্যাজ্যারীণ, সে পুরুষ বা নারী হোন, এই দর্শনের বিস্তৃত বাস্তবে অংশ নেয়। সকলের জন্য পূর্ণ পবিত্রাণের ওয়েসলীয়- পবিত্রতার শিক্ষা এক সাক্ষ্য হল প্রতিটি রূপান্তরিত জীবন।

মণ্ডলীর মিশন "জাতিবর্গে খ্রীষ্টের মতো শিষ্যরা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমাদের এক আত্মিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং একই সময়ে প্রভু কর্তৃক দত্ত সমস্ত সম্পদের উপর আমাদের উত্তম ধনাধক্ষ হতে হবে।

ঈশ্বর থেকে মিশন আসে, যার মানে আমাদের উদ্দেশ্য হল উচ্চতর আদেশকে আমাদের অন্তরে বাসকারী পবিত্র আত্মার দ্বারা সম্ভব করা।

আমরা যখন আমাদের "ধার্মিক উত্তরাধিকার" কে সমাদর করি, তখন মণ্ডলী ফিরে যেতে পারে না- আবার একই জায়গায় থেকে যেতেও পারে না। যীশু খ্রীষ্টের অনুগামী হিসেবে, আমাদের সেই নগরের দিকে এগিয়ে যেতে হবে "যাহার স্থাপনকর্তা ও নির্মতা ঈশ্বর" (ইব্রীয় ১১:১০)।

দেখ, ঈশ্বর সকলই নতুন করছেন।

'Journal of the Twentieth General Assembly, Church of the Nazarene (1980: 232
Franking Cook, The International Diimension (1984): 49
'These words are inscribed on ach ordinatio credential.
'Reger L. Halm, "The Mission of God in Jesus" Teading on the kingdom of God", in keith schwang and Joseph coleson. eds. , Mission dist: A wesleyar understanding (2011), 58

‘John weslye, Sermons, Volume 11 (1902), p.373; John Wesley, A plain account of Christion Peotection, in J.A Wood Christion Perfection as Tanght by John Wesley (1885), 211.